কাপেং বুলেটিন

জানুয়ারি - জুলাই ২০১৪ ■ সংখ্যা ০৪ ॥ ৩য় বর্ষ

কাপেং ফাউন্ডেশন-এর একটি প্রকাশনা

সম্পাদকীয়

এবছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের প্রাক্কালে সরকারি একটি তথ্য বিবরণীতে 'আদিবাসী' শব্দ পরিহারের জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়। এতে বলা হয়, আদিবাসী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আলোচনা ও টকশোতে 'আদিবাসী' শব্দটির ব্যবহার পরিহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আদিবাসী শব্দটির ব্যবহার পরিহারের জন্য সচেতন থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারের এধরনের কার্যকলাপে আদিবাসীরা দুঃখ পেলেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকাসহ সারাদেশে আদিবাসী দিবস উদযাপন করেছে। এসব অনুষ্ঠানে আদিবাসীসহ সুশীল সমাজ সরকারের এহেন আচরণে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং সেই নির্দেশনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আদিবাসী সমাজের মধ্যে নারীরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এবছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৩টির অধিক ঘটনা ঘটেছে যেগুলোতে আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ, ধর্ষণের পরে হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এরমধ্যে সমতলের ১০টি ঘটনা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ২৩টি ঘটনা ঘটেছে। গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪ জন এবং সমতল অঞ্চলের ১৩ জনসহ মোট ৬৭ জন আদিবাসী নারী ও শিশু দেশব্যাপী সহিংসতার শিকার হয়েছে। আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র যে ব্যর্থ তা এই পরিসংখ্যান থেকে খুব সহজে বোঝা যায়।

সমতল কিংবা পাহাড়। কোথাও আদিবাসীরা ভালো নেই। দিন দিন আদিবাসীদের উপর নির্যাতন বাড়ছে, আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ চলছে। এরপরেও দেশের ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী স্বপ্নের জাল বুনে সুখে শান্তিতে বাঁচার চেষ্টা করছে। যারা আর স্বপ্ন দেখতে পারছেন না তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হতে হচ্ছে। নির্যাতন নিপীড়ন সইতে না পেরে শুধুমাত্র রাজশাহী জেলাতেই ২০০টির অধিক পরিবার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার অনেক আদিবাসী নাগরিক নিজ বসতভিটায় থাকতে পারছেন না।

বাংলাদেশ সরকার দেশীয় আইনসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইনে আদিবাসীদের অধিকার প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ আছে। ১৯৭২ সালে অনুস্বাক্ষরকৃত আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ এর মধ্য দিয়ে সরকার আদিবাসীদের ভূমি অধিকার, মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার, আদিবাসী নারীদের সুরক্ষাসহ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকারকে স্বীকার করেছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ এর ১৮.১ অনুচ্ছেদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ক্ষমতায় আসলে 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা-বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লজ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে'। ১৮.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে'।

বিভিন্ন সময়ে দেওয়া এসব প্রতিশ্রুতিই আদিবাসী জনগণের চাওয়া পাওয়া। এসব প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হলে সরকার নিজেই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ২০১৩ সালে ইউপিআর অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকার অন্য অনেক প্রতিশ্রুতির সাথে ঘোষণা দিয়েছিল যে নারীর প্রতি সহিংসতায় সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী নারীরা নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এসব ঘটনায় সরকারের সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ ন্যায়বিচারসহ অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে কার্যকর কোন ভূমিকা করছে না। ফলে এধরনের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি না হওয়ায় সমাজে অপরাধের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। আমরা আশা প্রকাশ করি সরকার তার নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানকল্পে- বিশেষ করে আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তার জন্যে কার্যকর সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করবে।

কাপেং বুলেটিন

জানুয়ারি - জুলাই ২০১৪ ■ ০৪ সংখ্যা ॥ ৩য় বর্ষ

সম্পাদক
ফাল্গুনী ত্রিপুরা

সম্পাদনা পর্ষদ
চৈতালী ত্রিপুরা
মানিক সরেন
টিসেল চাকমা
কৌশিক চাকমা
সুজয়া ঘাগ্রা

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৪

প্রকাশনায়
KAPAEENG Foundation
কাপেং ফাউন্ডেশন
সালমা গার্ডেন, বাড়ি # ২৩/২৫
সড়ক # ৪, শেখেরটেক
পিসি কালচার হাউজিং
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : (৮৮০ ২) ৮১৯০৮০১
ই-মেইল : kapaeeng.foundation@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.kapaeeng.org

সহযোগিতায়
Project funded by European Union
OXFAM

মুদ্রণ
থাংস্রে কালার সিস্টেম

Disclaimer: This publication has been produced with the assistance of the European Union and Oxfam. The content of this publication are the sole responsibility of the editors panel and can in no way be taken to reflect the views of the European Union and Oxfam.

মৌলভীবাজারে ভূমিদস্যুদের দ্বারা আদিবাসী খাসি গ্রাম আক্রান্ত ২০ জন আহত, আদিবাসী মানবাধিকারকর্মীদের প্রতিবাদ

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৩০ মে ২০১৪ স্থানীয় বাঙালি ভূমিদস্যুরা আদিবাসী খাসিদের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার খাসিদের গ্রাম নাহার পুঞ্জি-১ এর ৭৯ টি খাসি পরিবারের উপর আক্রমণ করে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৩০ মে শুক্রবার প্রায় দুপুর ১২টার দিকে নাহার ১ (আসলাম) চা বাগান থেকে চা শ্রমিকদের একটি বড় গ্রুপ লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে খাসি পুঞ্জিতে আক্রমণ করে। প্রথমে আক্রমণকারীরা খাসিদের সদ্য নির্মিত অসমাপ্ত ঘর দখল করে। তারা তাদের সাথে আনা গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে ঘর নির্মাণ করার চেষ্টা করে।

খবর পেয়ে পুঞ্জির সহকারী মন্ত্রী ডেবারমিন প্রতামের স্ত্রী আসরীন পসহাট (২৮) ঘটনাস্থল ছুটে যান এবং খাসিদের জায়গায় চা শ্রমিকদের ঘর না তোলার জন্য অনুরোধ করেন। চা শ্রমিকেরা আসরীন পসহাটের কথা না শুনে বরং তার উপর আক্রমণ করে। এতে কয়েকজন খাসি তাকে রক্ষা করতে ছুটে এলে তারা চা শ্রমিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এতে কয়েকজন আহত হয়। আহত ব্যক্তিরা হলেন দিল সুমের (৩০), আসরীন পসহাট(২৮), দায়মান লামিন (৪০), কিমেন খংস্তিয়া (৩০) ও টুইস সেল্লা (৩০)। এই খবর খাসি পুঞ্জিতে ছড়িয়ে পড়লে পুঞ্জি থেকে অন্যান্য লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং তাদের নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য চা শ্রমিকদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে আক্রমণকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং তাড়াহুড়ো করে পালানোর সময় তাদের কয়েকজন আহত হয়।

শ্রীমঙ্গল থানার (ওসি) আব্দুল জলিল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং খাসিদের দিক থেকে কোন গুলি ছোঁড়া হয়নি বলে মন্তব্য করেন। পুলিশের সাহায্যে গুরুতর আহত খাসিদেরকে সিলেট ও শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ঘটনার দিন শুক্রবার খাসি পুরুষদের অধিকাংশই ঘরের বাইরে ছিল। সেসময় চা শ্রমিকরা খাসিদের জমিতে নতুন ঘর করে জমি দখলের সুযোগ গ্রহণ করে।

স্থানীয় সূত্র মতে, খাসি সম্প্রদায় সরকারি কর পরিশোধ করে খাস জমিতে বসবাস করে আসছে। নাহার চা এস্টেট ১৯৬৪ সালে স্থাপনের আগে তারা সেখানে বসবাস করা শুরু করেন। কিন্তু বাগান মালিক অবৈধভাবে খাসিদের বসবাসকৃত খাস জমির মালিকানা দাবি করছে।

উল্লেখ্য যে নাহার ১ খাসি পুঞ্জির ২০০ একর জমি এবং নাহার ২ পুঞ্জির ২৫০ একর জমিতে ৬০০ জনের অধিক খাসি ও গারো আদিবাসী পরিবার দীর্ঘ বছর ধরে বসবাস করে আসছে।

পুঞ্জির সহকারী মন্ত্রী ডেবারমিন প্রতাম বলেন, আমাদের ভিটেমাটি থেকে আমাদেরকে উচ্ছেদ করতে এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ। তিনি পুরো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে দাবি করেন যে, চা বাগান কর্তৃপক্ষ ঘটনার মোড় পরিবর্তন করে খাসিদের দোষারোপ করার চেষ্টা করছে। ঘটনার পর খাসি পুরুষরা তাদের জমি, জীবন বাঁচাতে পান বাগানে এবং পুঞ্জিতে পালাক্রমে রাতে পাহাড়া দিতে থাকে।

ঘটনার রাতে রাত ১০টার কাছাকাছি বিজিবি কর্মচারীবৃন্দ পুঞ্জিতে আসেন এবং খাসিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের টহল এবং ঘটনার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। ঘটনার দিন রাত ১২ টার দিকে বহিরাগত কিছু লোক গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, চা বাগান কর্তৃপক্ষ একটি মামলা দায়ের করেছে এবং পুলিশ ২টি জীপ নিয়ে খাসি অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য এসেছে। গুজব শুনে সে রাতে খাসি পুঞ্জিতে ভীতি এবং উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার পর নাহার পুঞ্জির অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। খাসিদের চরম দুর্দশা এবং উদ্বেগের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত পার করতে হয়েছে। খাসিরা আক্রমণের ভয়ে এবং চা শ্রমিকদের অবরোধের কারণে তাদের আয়ের প্রধান উৎস পান বাজারে বিক্রি করতে পারছে না। বাজারের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্নতার ফলে তাদেরকে অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সিলেটে 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩'-এর মোড়ক উন্মোচন

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২১ মে ২০১৪ সিলেটের জেলা পরিষদ মিলনায়তনে কাপেং ফাউন্ডেশন, পাসকপ, ও একডোর যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন ২০১৩' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিকভাবে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানটি অক্সফাম ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যৌথ সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী কালচারাল ফোরামের প্রতিবাদী দুটো গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মোড়ক উন্মোচনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। মোড়ক উন্মোচনের পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার মো: ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা রবীন্দ্রনাথ সরেন, পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদের নির্বাহী পরিচালক গৌরাঙ্গ পাত্র, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, অক্সফামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম বি আখতার, বাংলাদেশ নারী আইনজীবী সমিতির বিভাগীয় প্রধান এ্যাডভোকেট

>> মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩ বইয়ের: পৃষ্ঠা ১২

'বাংলাদেশের আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা ও তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি' শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনা সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৩ মে ২০১৪, শনিবার বিকেল ৩ টায় কাপেং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা ও তাদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ে গোল টেবিল আলোচনা সভা দি ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গোল টেবিল আলোচনা সভায় কাপেং ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপার্সন চৈতালি ত্রিপুরার সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন হাজেরা সুলতানা এমপি, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম খান, ব্লাস্টের সম্মানিত পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন, দৈনিক

>> আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা: পৃষ্ঠা ১৬

বগুড়ায় দুই দিনব্যাপী নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৪ ও ২৫ মার্চ ২০১৪ কাপেং ফাউন্ডেশন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক-এর যৌথ উদ্যোগে নারী নেতৃত্ব ও মৌলিক মানবাধিকার বিষয়ে বগুড়ার টিএমএসএস'র মিলনায়তনে দুদিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, মাহাতো, সিং, রাজোয়াড়, ফুলমালি, রবিদাসসহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের নারী প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। এছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রতিমা রাণী রাজোয়াড়, রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর বিপাশা চাকমা, বাবলু চাকমা এবং হিরণ মিত্র চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, আমাদের সমাজে আদিবাসী নারীরা সবচেয়ে প্রান্তিক এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। তারা শুধু নারী হিসেবে নয়, আদিবাসী নারী হিসেবে আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। এমনকি নিজের কমিউনিটিতে নারী হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হয়। সমতলের অনেক আদিবাসী নারী সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত এমনকি তারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

বিপাশা চাকমা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আদিবাসী নারীদের মানবাধিকার বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয় এবং তারা কখনোই ন্যায়বিচার পায় না।

নব নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রতিমা রাণী রাজোয়ার বলেন, সমতলের আদিবাসী নারীরা নেতৃত্বের পর্যায়ে এখনো পিছিয়ে আছে। আমাদের নেটওর্য়াক শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে।

উল্লেখ্য যে, দু দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শুধু মাত্র উত্তরবঙ্গের আদিবাসী নারীদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে মানবাধিকারের মৌলিক বিষয় (ইউডিএইচআর, আইসিসিপিআর, আইসিইএসসিআর), ইউএনড্রিপ, জেন্ডার ইস্যু, নারী অধিকার, এফআইআর, ডকুমেন্টশন ও এ্যাডভোকেসি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে বিপাশা চাকমা, বাবলু চাকমা, হিরণ মিত্র চাকমা এবং এ্যাডভোকেট বাবুল রবিদাস প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় উত্তরবঙ্গেও ভূমি সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। উত্তরবঙ্গে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আদিবাসী ভূমিহীন। প্রশিক্ষণার্থীরা উল্লেখ করেন ভূমির উপর নারীর অধিকার যদি থাকত তাহলে বর্তমানে ভূমিহীনের সংখ্যা একটু কম হত। ভূমির কারণে আদিবাসীরা বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয়। সম্প্রতি প্রায় ২০০ আদিবাসী পরিবার ভূমির কারণে বিভিন্ন সহিংসতার শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

হীরাবতি এক্কা উল্লেখ করেন, উত্তরবঙ্গে আদিবাসী নারীরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি মজুরি বৈষম্যের শিকার হয়। এছাড়াও পারিবারিক বা অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয় না। তাই নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও আদিবাসী নারীরা অনেক বৈষম্যের শিকার হয়।

প্রশিক্ষণার্থীরা উল্লেখ করেন এ প্রশিক্ষণ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা তিন মাসের জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহবায়ক এবং আদিবাসী নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার চেয়ারপার্সন বাসন্তী মুর্মু ও এ্যাডভোকেট বাবুল রবিদাস উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৩

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ কাপেং ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশের আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৩' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দীকি মানবাধিকার রিপোর্টটির মোড়ক উন্মোচন করেন। কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, অক্সফামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার এমবি আখতার, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফ্যাব্রেজিও সিনেসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর মেসবাহ কামাল প্রমুখ।

উল্লেখ্য, এ মানবাধিকার প্রতিবেদনটি মূলত সারা বছরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ডকুমেন্টশন ও গবেষণার ফলাফল। 'আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩' তৈরীতে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা হলেন—বিনোতা ময় ধামাই, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; বিপাশা চাকমা, রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর, কাপেং ফাউন্ডেশন; বাবলু চাকমা, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, কাপেং ফাউন্ডেশন; সায়ন দেওয়ান, সদস্য, বাংলাদেশ আদিবাসী মানবাধিকার ডিফেন্ডারস নেটওয়ার্ক; গৌরাঙ্গ পাত্র, নির্বাহী পরিচালক, পাসকপ; মানিক সরেন, সদস্য, বাংলাদেশ আদিবাসী মানবাধিকার ডিফেন্ডারস নেটওয়ার্ক; ফাল্গুনী ত্রিপুরা, এ্যাডভোকেসি ফেসিলেটেটর এবং কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমা প্রমুখ। নিম্নে মানবাধিকার রিপোর্টের সারাংশ তুলে ধরা হল।

সারাংশ

জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি ও উদ্দেশ্য সমুন্নত রাখা, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং উপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবাদ প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রসার ও সুরক্ষায় বাংলাদেশ প্রায়শই প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত আদিবাসীদের মানবাধিকার উপভোগ করার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত ২৯ এপ্রিল ২০১৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সার্বজনীন মানবাধিকার পর্যালোচনার (ইউপিআর) দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ এবং অসত্য তথ্য প্রদান করেছিল যেটি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রতি সরকারের বরখেলাপেরই পরিচায়ক বলে মনে করা যায়।

মানবাধিকার পরিস্থিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতলের আদিবাসীরা এখনো আশঙ্কাজনকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক এবং তৃতীয় পক্ষ যেমন সেটেলার বাঙালি,

অবৈধ ভূমি দস্যু, প্রাইভেট কোম্পানি এবং স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যথাযথ তদন্ত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার আদিবাসী ব্যক্তিরা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পায় না কিংবা অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্যেও সহযোগিতা পায় না। অপরাধী ব্যক্তিরা সাধারণত দৃষ্টান্তমূলক কোন শাস্তি পায় না এবং বিচারের মুখোমুখি হয় না। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকারকে শ্রদ্ধা করা, রক্ষা করা এবং পরিপূরণ করার দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে প্রধান রক্ষক হিসেবে এই রাষ্ট্রের অনীহা ও ব্যর্থতার ফলে অপরাধীদের অধিকতর ব্যাপক মাত্রায় অপরাধ তৎপরতায় লিপ্ত হতে উৎসাহিত করছে। ফলে বর্তমানে নারী এবং শিশুসহ আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতা এক উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

২০১৩ সালে আদিবাসীদের ওপর কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহিংসতার মাত্রা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪ জন নারীসহ কমপক্ষে ১১ জন আদিবাসীকে যাদের মধ্যে ৩ জন পার্বত্য চট্টগ্রামের ও ৮ জন সমতল অঞ্চলের লোককে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ও ঘটনায় জড়িত করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩১ জনসহ সর্বমোট ৪২ জন আদিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কমপক্ষে ৮টি সাম্প্রদায়িক হামলা তন্মধ্যে ৬টি পার্বত্য চট্টগ্রামে (চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় সংঘটিত হামলাসহ) এবং ৪টি সমতল অঞ্চলে সেটেলার বাঙালি ও বাঙালি ভূমিদস্যু বা প্রতিপক্ষ কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে, যেখানে সমতল অঞ্চলের ৭১ পরিবার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৭৫ পরিবার সর্বমোট ৩৪৬ আদিবাসী পরিবারের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস এবং লুটপাট করা হয়েছে। কমপক্ষে ৪৭টি পরিবারের (সমতলের ১টি পরিবারসহ) ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সেটেলার বাঙালিদের হামলার ফলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৪০০ পরিবারের প্রায় ২০০০ লোক পার্শ্ববর্তী ভারতের 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, অনেক সময় অরাষ্ট্রীয় পক্ষ হিসেবে প্রভাবশালী বাঙালি দুর্বৃত্ত কর্তৃক এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হয় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের সহযোগী হিসেবে, না হয় নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ

মূলধারার জনগণ, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং সরকার কর্তৃক ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অবৈধ দখলের কারণে আদিবাসীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসী তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিকে সরকারিভাবে খাস (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন) হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে উদ্বেগজনকভাবে তারা তাদের চিরায়ত ভিটেমাটি হারাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ হচ্ছে আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের রক্ষাকবচ। কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত আদিবাসীদের এসব প্রথাগত ভূমি অধিকার বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। এর ফলে শুধু আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে না, সেই সাথে ভূমিকে কেন্দ্র করে প্রায়ই আদিবাসী ও মূলধারার বাঙালি জনগণের মধ্যে সহিংসতা বাড়িয়ে তুলছে।

২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ভূমিদস্যু কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি জবরদখলের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৩,৭৯২ একর ভূমি, হয় বেদখল করা হয়েছে অথবা জবরদখল ও অধিগ্রহণের জন্য প্রক্রিয়া চলছে, পক্ষান্তরে সমতল অঞ্চলে ১০৩ বিঘা জমি জবরদখল করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জবরদখলকৃত জমির মধ্যে ৩,৭১৭ একর ভূমি প্রভাবশালী মহল ও প্রাইভেট কোম্পানী দ্বারা এবং বাকি ৭৫ একর ভূমি সরকার দ্বারা বেদখল করা হয়েছে বা বেদখলের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ভূমি দখলদারদের মধ্যে সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জনাব হাছান মাহমুদের স্ত্রীর নামও আছে। বছরব্যাপী ২৬টি আদিবাসী পরিবার নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে এবং ১,০৬২টি পরিবার উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে। ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে সমতল অঞ্চলের ৬৬টি আদিবাসী পরিবার সহিংসতার শিকার হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বাঙালি ভূমি দস্যু কর্তৃক ভূমি জবরদখল, মিথ্যা মামলা ও হয়রানি, শারীরিক হামলা, আদিবাসী নারীর উপর যৌন হয়রানির ফলে উত্তর বঙ্গের কমপক্ষে ২০০ আদিবাসী পরিবার ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া ভূমি দখলদাররা বন বিভাগের সহযোগিতায় সিলেটের খাসি জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ৫০০ পান গাছ কেটে ফেলেছে। অধিকন্তু জলবায়ু পরিবর্তন এবং বনায়ন প্রকল্প নিয়ে নানান ধরনের অনিয়ম এবং জটিলতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক মানুষের জীবিকা ব্যাহত হয়েছে।

আদিবাসী নারীদের অবস্থা

গত কয়েক দশকে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন জোরদার হলেও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের অবস্থা এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। বর্ণবাদী বৈষম্যমূলক সরকারি নীতির ফলে এখনো স্থানীয় সরকার পরিষদে এবং জাতীয় সংসদে

>> আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৩: পৃষ্ঠা ৮

আদিবাসী নারীদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত হয়নি। কিছু রাজনৈতিক কারণেও আদিবাসী নারী ও শিশুদের অনগ্রসর ও প্রান্তিক অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। সংবিধানে আদিবাসীদের স্বীকৃতি না থাকা, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ না থাকা, ঘটনার শিকার নারী ও শিশুর আইনি সহযোগিতা না পাওয়া এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন অব্যাহত থাকা প্রভৃতি বিষয় আদিবাসী নারীদের আরো বেশি প্রান্তিক ও ভঙ্গুর অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। তন্মধ্যে হত্যা, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, শারিরীক নিগ্রহ, যৌন হয়রানি, অপহরণ, পাচারের মত সহিংসতার শিকার হয়েছে আদিবাসী নারীরা। ব্যাপক মাত্রায় যৌন হয়রানি বৃদ্ধি ও নারী পাচারের মত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে।

২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪ জন এবং সমতল অঞ্চলের ১৩ জন সহ মোট ৬৭ জন আদিবাসী নারী ও শিশু দেশব্যাপী সহিংসতার শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫ জন আদিবাসী নারী ও শিশু (১২ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এবং ৩ জন সমতল থেকে) ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের শিকার একজন কিশোরীর পিতা মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঁচজন ত্রিপুরা কন্যা শিশুসহ ১৬ জন আদিবাসী শিশুকে মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যাদেরকে ইসলাম ধর্মে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করা হয়েছে। আবার পুলিশ ঢাকা-খুলনার হাইওয়ে ফরিদপুর-রাজবাড়ী এলাকা থেকে ৩ জন আদিবাসী মেয়েকে উদ্ধার করে যাদেরকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভারতে পাচার করা হচ্ছিল বলে ধারণা করা হয়েছিল।

তাছাড়া ৬ জন আদিবাসী নারী অপহরণ এবং ১৬ জন আদিবাসী নারী শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৯ শতাংশের বয়স ১৮ এর নিচে। অন্যদিকে ৮৯ শতাংশের মতো ঘটনা সংঘটিত করেছে সেটেলার বাঙালি ও ভূমিদস্যুরা, আর ৭ শতাংশ ঘটনা আদিবাসীদের দ্বারা এবং ৪ শতাংশের মতো ঘটনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

নানা অপ্রত্যাশিত কারণে, যেমন- মামলার তদারকির অভাব, জটিল বিচারিক পদ্ধতি, সচেতনতার অভাব, পর্যাপ্ত আইনি সহায়তার অভাব, প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার কারণে মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনীহা, আর্থিক সামর্থ্যের অভাব, ঘটনার শিকার পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা চালানোর জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে দেশের বিভিন্ন আদালতে আদিবাসী নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা ঝুলে রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনাল চট্টগ্রামে একটি ধর্ষণ মামলায় ধর্ষণকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের রায় দেন। এ ধরনের সংবাদ আদিবাসী নারীদের আস্থা সৃষ্টি করবে যে, বৈষম্যহীনভাবে জাতিগত পরিচিতি নির্বিশেষে যে কোন ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীদের এ ধরনের পরিণতি ভোগ করতে হয়। বলাবাহুল্য, অপরাধী যদি ক্রমাগত দায়মুক্তি পেতে থাকে তাহলে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা বাড়তে থাকবে।

শিক্ষা এবং শিশু অধিকার

বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুরা দুই ধরনের অধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়— প্রথমত আদিবাসী হিসেবে তাদের অধিকার লঙ্ঘন হয়, দ্বিতীয়ত শিশু হিসেবে। একজন আদিবাসী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সময় নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে একজন আদিবাসী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (অনেক সময় মাধ্যমিক পাঠ্যসূচিতেও) পাঠ্যসূচিতে আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ভাষা, প্রথা ও জীবনধারা সর্ম্পকে ভুল তথ্য দেয়া থাকে। এধরনের ভুল তথ্য বাঙালি শিশুকে যেমন ভুল ধারণা পোষণ করতে সাহায্য করে তেমনি আদিবাসী শিশুকেও শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।

অনেক আদিবাসী শিশু যারা বাসায় বা গৃহে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, রান্না-বান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাচ্চা দেখাশুনা করার জন্য তাদেরকে অবস্থাপন্ন পরিবারে নেয়া হয়। ফলে তারা স্বাভাবিক

>> আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৩: পৃষ্ঠা ১১

আদিবাসী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর কমিটি গঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৭ জুন ২০১৪ শুক্রবার সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) মিলনায়তনে সম্মেলনের মাধ্যমে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এতে আদিবাসী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর কমিটির প্রথম সভাপতি হিসেবে নিমাই মাহাতো ও প্রশান্ত কেরকেটা প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আদিবাসী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগরের প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও সংসদ সদস্য জননেতা ফজলে হোসেন বাদশা। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, জন উদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব তারিক হোসেন মিঠুন, আদিবাসী যুব পরিষদের সভাপতি হরেন্দ্র নাথ সিং, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোহেল চন্দ্র হাজং, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিঠুন কুমার উরাঁও, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মারুফ বিল্লাহ তন্ময়, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক জেমসন আমলাই, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিমুল খান প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন — বাংলাদেশ একটি বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও জাতি বৈচিত্র্যের একটি দেশ। বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি এদেশে প্রায় ৪৫টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। উত্তরবঙ্গ তথা রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে ৩৮টির বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর আদিবাসীরা বাংলাদেশে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এ দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বপ্ন কেবলই স্বপ্ন থেকে গেল। আদিবাসীরা তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিটুকু নিজের মত করে পায়নি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হতে পারে না। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিচয় দিয়ে তাদের খাটো করার অপচেষ্টা চলছে। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিজ মাতৃভাষায় পড়াশুনা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা বাস্তবায়নে টালবাহানা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও আদিবাসীদের সুযোগ একেবারে সংকুচিত করে রাখা হয়েছে। ফলে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠী দিনদিন আরো পিছিয়ে পড়ছে। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও সরলতার সুযোগে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল আদিবাসীদের সম্পদ লুট করে নিচ্ছে। অনেকেই আদিবাসীদের ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। এ সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এবং নিজেদের দাবি আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সংগঠিত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলনে নিমাই মাহাতোকে সভাপতি, প্রশান্ত কেরকেটাকে সাধারণ সম্পাদক, সঞ্জিত কুমার সিংকে সাংগঠনিক সম্পাদক, রাজীব মাহাতোকে অর্থ সম্পাদক, অমল উরাঁওকে দপ্তর সম্পাদক, পলাশ মাহাতোকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক, অঞ্জনা বড়াইককে নারী বিষয়ক সম্পাদক, নিশান সিংকে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক, সাধন কুমার মাহাতোকে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা মহানগন কমিটি গঠন করা হয়।

দিনাজপুরে সাঁওতালদের ওপর

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশ দেন। গুরুতর আহত ৪ জন আদিবাসীরা হলেন- ১) সোনারাম টুডু (২৭) পিতা-মৃত চরণ টুডু, ২) বাবুলাল সরেন (৪৭), পিতা- মঙ্গল সরেন, ৩) সোম সরেন (৪৩), পিতা-সরদার সরেন, ৪) বাবলু সরেন (২৫), পিতা-বরকা সরেন।

গত ১৪মে ২০১৪ আহত সোনারাম টুডু মহবুড়া রহমান (৩০), পিতা- নুর ইসলাম, হাফিজুর রহমান, (২৭), পিতা- নুর ইসলাম, কামাল (৩৭), পিতা-কাওসার, মৃত আনসার আলীর দুই পুত্র নুর ইসলাম (৫০), রফিকুল ইসলাম (৩২), রেজাউল ইসলাম (৩২) পিতা-মৃত মোফর, মোঃ অতুল মিঞা (৪৪), খোরশেদ আলীর(২৪) বিরুদ্ধে নবাবগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। মামলা নম্বর হল ৪৩/৪৪৭/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৫০৬/১৪৪।

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার পর আসামীরা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য সোনারাম টুডুকে হুমকি দিতে থাকে। ফলে স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেও ভয় পায়। এমনকি তারা কাজে যেতেও ভয় পায়। ফলে নবাবগঞ্জের আদিবাসীরা শুধু অর্থনৈতিক কষ্ট নয়, নিরাপত্তার অভাব ও জীবনের ঝুঁকির মধ্যে

>> দিনাজপুরে সাঁওতালদের ওপর : পৃষ্ঠা ২৬

‘আইএলও কনভেনশন নং-১৬৯’ বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৭ মে ২০১৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম আয়োজিত আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব গওহর রিজভী এবং সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন বর্তমান সরকার গত ১৩ বছরে অনেক এগিয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির অধিকাংশ ধারা বাস্তবায়ন করেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাকি ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা হবে, এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীও কথা দিয়েছেন। আমাদের আর কোন বাধা নেই, এ চুক্তির বাকি অংশ বাস্তবায়নে বর্তমান মেয়াদের ৫ বছরও সময় নিতে হবে না, ২০১৪ সালের মধ্যেই শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে আমাদের-আপনাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। আমরা এতোদিনে যা বাস্তবায়ন করেছি সেটুকুও স্বীকৃতি দিন, কখনো বলা ঠিক হবে না যে আমরা কিছুই করিনি। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং। প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন, মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরুপা দেওয়ান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রোবায়েত ফেরদৌস।

সঞ্জীব দ্রং তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, স্বাধীনতার পর এত দ্রুত ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার কীভাবে আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ র‍্যাটিফাই করেন। তখন তো নতুন স্বাধীন দেশে কত শত সমস্যা। এই কনভেনশনে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির মালিকানা ও অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু এই কনভেনশনের আলোকে জাতীয় পর্যায়ে আইন বা নীতিমালা হয়নি এখনো। বঙ্গবন্ধু র‍্যাটিফাই করে গেছেন। বাকিরা পরের কাজগুলো করেননি।

তিনি প্রশ্ন করেন, স্বাধীনতার ৪২ বছরে আমরা আজ কোথায়? মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, মানবাধিকারের আজ কী অবস্থা? সংখ্যালঘুদের জীবন আজ কেমন? নাগরিক হিসেবে তাদের মানবাধিকার, মর্যাদা ও সম্মান কোন্ স্তরে? তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সনদের বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং এসবের আলোকে আইন না থাকায় আদিবাসীরা তাদের ভূমি রক্ষা করতে পারছে না। এখন সময় এসেছে আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করার। এই ১৬৯ নং কনভেনশন র‍্যাটিফাই হলে আদিবাসীদের সঙ্গে সরকার, আইএলও, সবার মধ্যে সমন্বিত কাজের ক্ষেত্র বাড়বে, সহভাগিতা বাড়বে, আদিবাসীদের উপকার হবে, সরকারও সম্মানিত হবে। উভয়ের মর্যাদা বাড়বে। আস্থা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়বে, আলোচনা ও সংলাপের দরজা আরো উন্মুক্ত হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন আমাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান দূর করতে কাজ করে চলেছে। আমাদের মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নে বিশ্বাস রাখতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তির আলোচনা সব জায়গায় হচ্ছে, চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি ওঠছে কিন্তু শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করা মানেই আদিবাসীদের সমস্যা সমাধান নয়। এটি সরকারের সাথে একটি চুক্তি, সরকারকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার কবে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করবেন তার কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করেননি তাই আমাদেরকেই সরকারকে বার বার তাগাদা দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ চুক্তিতেই আদিবাসীদের সকল অধিকারের কথা নেই, বিশেষ করে সমতলে আদিবাসীদের অধিকার সেখানে নেই। সমতলের আদিবাসীরা ভগবানের ওপর এখনও ভরসা করে আছে। সমতলের আদিবাসীদের জন্যও গভীর মনোযোগ দেওয়া দরকার। আইএলও কনভেনশন ১৬৯ ভূমি অধিকারসহ সকল আদিবাসীদের কথা বলে, এটি রেটিফাই করা দরকার। সমতলের আদিবাসীদের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠারও দাবি জানান তিনি।

রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, সরকার আদিবাসী স্বীকৃতির ধারে কাছেও যায়নি। আদিবাসীরা যতই দেশের সংবিধানের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, সরকার ততই তাদের দূরে ঠেলে রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে ঘন সামরিক শাসন এখনও চলে। সেখানে একটি জেলায় দু'টি করে সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে। সরকারের এ ৫ বছরেও শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হলে আদিবাসীদের পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসনের কথা নতুন করে ভাবতে হবে।

গওহর রিজভীর কথা ধরে রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, যে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ১৭ বছরে হয়নি সেটি এই এক বছরেই কীভাবে সম্ভব?

>> আইএলও কনভেনশন নং-১৬৯ : পৃষ্ঠা ১২

খাসি পুঞ্জিতে হামলার প্রতিবাদে কুলাউড়ায় মানববন্ধন

● কাপেং ডেস্ক >

জমি দখলের উদ্দেশ্যে খাসি পুঞ্জিতে পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে গত ২ জুন ২০১৪ সাধারণ আদিবাসী জনগণ এবং বিভিন্ন অধিকার ভিত্তিক সংগঠন সম্মিলিতভাবে কুলাউড়ায় শহীদ মিনারের সামনে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করে। এতে ১০টি সংগঠন সংহতি জানায় এবং বক্তারা আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করেছেন। সংগঠনগুলো হল খাসি ছাত্র ইউনিয়ন, বাপা, আদিবাসী নারী উন্নয়ন ফেডারেশন, কাপেং ফাউন্ডেশন, উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ গারো ছাত্র ইউনিয়ন, কুলাউড়া প্রেসক্লাব, বন্ধন সনাতন যুব সংগঠন।

মানববন্ধনে কুলাউড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খালেক পারভেজ বক্স উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এটি একটি পরিকল্পিত আক্রমণ। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে।

বাপার প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, খাসিদের উচ্ছেদ করার জন্য এটি একটি চক্রান্তের অংশ যা বিগত কয়েক বছর ধরে নাহার চা এস্টেট কর্তৃপক্ষ দ্বারা করা হচ্ছে। আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়ে খাসিদের জীবনের নিরাপত্তা ও স্থায়ীভাবে তাদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। মানববন্ধনে বক্তারা খাসিদের ২০০ একর জমি দখলের জন্য নাহার চা বাগানের ম্যানেজার পিযুষ কান্তি ভট্টাচার্যকে অভিযুক্ত করেন।

ঢাকায় প্রতিবাদ

নাহার পুঞ্জিতে হামলার প্রতিবাদে গত ৪ জুন ২০১৪ একটি মানববন্ধন কর্মসূচি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাপা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কাপেং ফাউন্ডেশন, এএলআরডি, আইইডি, নাগরিক উদ্যোগ এবং গ্রীন ভয়েসসহ ১১টি অধিকার ভিত্তিক সংগঠন যৌথভাবে একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। এছাড়া টিআইবি, এ্যাকশনএইড, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, গণ লাইন মিডিয়া, হিউম্যান রাইটস ক্যাম্পেইন, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠান সংহতি প্রকাশ করেন।

আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

জীবনধারা থেকে বঞ্চিত হয় এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনে সন্নিবেশিত অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

২০১৩ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস)-এর ৩৪ তম ব্যাচে কোটা ব্যবস্থা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির ফলে ৫ শতাংশ চাকরি কোটা লাভের ক্ষেত্রে ২৮০ জন আদিবাসী প্রার্থী বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। কোটা নীতিমালায় ৫ শতাংশ চাকরি আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণের কথা উল্লেখ থাকলেও গোড়া থেকেই এই কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করা হয়নি। একটি গবেষণায় উঠে এসেছে বিসিএসের ২৪ তম ব্যাচ থেকে ৩৩ তম ব্যাচ পর্যন্ত ৫% কোটা অনুসারে প্রাপ্য ২০৫১ পদের মধ্যে মাত্র ২৭৫ জন আদিবাসী প্রার্থী নিয়োগ পেয়েছেন।

নির্বাচনী ইশতেহার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের শাসনামলে এর কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কতিপয় কমিটি পুনর্গঠনসহ কিছু উদ্যোগ ব্যতীত চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যেমন– বিগত ৫ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করতে না পারা সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যর্থতার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হওয়ার পেছনে অন্যান্যের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব এবং নীতি নির্ধারকদের উগ্র-জাতীয়তাবাদ, অগণতান্ত্রিক এবং সাম্প্রদায়িক মানসিকতা।

অন্যদিকে ২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি পুনরুদ্ধার ও ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করা। বার বার সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া অধিকতর পরিমাণে জোরদার হয়েছে।

সুপারিশমালা

১. আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোড ম্যাপ) ঘোষণা পূর্বক ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ২. আদিবাসীদের চিরায়ত জমি থেকে ধারাবাহিক ও জোরপুর্বকভাবে উচ্ছেদকরণ বন্ধ করা এবং আদিবাসীদের ভূমি হারানোর প্রক্রিয়া বন্ধ করার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৩. সমতল

পৃষ্ঠা ১২ দেখুন

মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৩ বইয়ের

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সৈয়দা শিরিন আখতার, সিলেট প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট মো: আজিজ আহমেদ সালিম, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক মিজ ফ্লোরা বাবলী তালাং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় মানবাধিকার প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন কাপেং ফাউন্ডেশনের বাবলু চাকমা।

ড. মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, তিনি বেশ কিছু সাঁওতাল পরিবার দেখেছিলেন যাদের সবকিছু ছিল। কিন্তু কয়েকবছর পর দেখেন ভূমি থেকে শুরু করে তারা সবকিছু হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন কিছু বাঙালি দুষ্কৃতকারী ভূমিদস্যুর ভূমিকা পালন করে কৌশলে আদিবাসীদের জায়গা দখল করছে। তিনি আদিবাসীবান্ধব বাঙালি বন্ধুদের কাছে আদিবাসীদের ভূমি রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। এছাড়া ভূমিহীন আদিবাসীদের খাস জমি বরাদ্দ দিয়ে তাদের প্রতি মানবাধিকার সুরক্ষা করার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

প্রফেসর আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস আদিবাসীদের অবমাননাকর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শব্দটি বাদ দিয়ে আদিবাসী হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত কোটার আসন বৃদ্ধি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

অক্সফামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার এম. বি আখতার বলেন মানুষ হিসেবে সবারই মৌলিক মানবাধিকারগুলো উপভোগের অধিকার রয়েছে। যদি কোন দল বা জনগোষ্ঠী যদি অভিযোগ করে যে তারা তাদের অধিকারগুলো ভোগ করতে পারছে না তাহলে এর দায়ভার সরকারের। আদিবাসীরা বরাবরই তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। অধিকাংশ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সহিংস ঘটনাবলীর সাথে ভূমি সমস্যা জড়িত রয়েছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদমশুমারির কথা উল্লেখ করে বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলারদের দ্বারা কিভাবে সেখানকার আদিবাসীরা প্রান্তিকতায় পৌঁছে গেছে।

এ্যাডভোকেট সৈয়দা শিরিন আকতার বলেন, একটি দেশে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার ভোগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। দুভার্গ্যজনক যে, দেশের কিছু নাগরিক মৌলিক অধিকার থেকে সব সময় বঞ্চিত হয়। এমনকি তারা যদি কোনো সহিংসতার শিকার হয় তাহলে ন্যায় বিচার থেকেও বঞ্চিত হয়। তিনি সরকারকে আদিবাসীদের প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানান। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মানে বিশ্বাস করি। তাই আদিবাসীদের অধিকারের প্রতি সরকারের পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকা দরকার। তা নাহলে সম্মানের সাথে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে পারবো না যেখানে দেশের সব নাগরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে।

বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক ফ্লোরা বাবলী তালাং আশংকা প্রকাশ করে বলেন, দিন যতই গড়িয়ে যাচ্ছে আদিবাসীদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক সময় জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও এসব সহিংসতার সাথে জড়িত থাকে। আদিবাসীরা সব সময় নিজেদের ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদের আতঙ্কে থাকে।

আইএলও কনভেনশন নং-১৬৯

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

যে যাই বলুক চুক্তির বাস্তবায়ন হলেই এটি বিশ্বাস করবো। সরকারের লোকেরা শুধু ভালো প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবেন কাজ করবেন না এমন চলতে থাকলে আদিবাসীদেরই ঠিক করতে হবে তারা কী করবেন।

মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরুপা দেওয়ান বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যখন ইউপিআর রিপোর্ট প্রস্তুত করে তখন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি ঘোর আপত্তি করেছিলেন ঐ প্রতিবেদনে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে। তাঁর কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি শুধু বলেছিলেন 'আদিবাসী' শব্দটির মধ্যে কোন ইনোসেন্স (innocence) নেই।

সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশননের পরিচালক হুমায়ুন কবীর, এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ইউজিন নকরেক, সামিয়া সামি, নির্মল রোজারিও, মৃগেন হাগিদক, বাঁধন আরেং ও একশনএইডের ম্যানেজার সৌভাগ্য মঙ্গল চাকমা। আরো উপস্থিত ছিলেন আইএলও প্রো-১৬৯ এর ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর আলেক্স চিছাম, লিনা লুসাই, আদিবাসী ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক বিনোতাময় ধামাই, সদস্য ডাঃ গজেন্দ্র মাহাতো, চৈতালি ত্রিপুরা, পীযুষ বর্মন, মহতী রেমা, তুলি ম্রং, সুলেখা ম্রং, রিপন বানাই, আদিবাসী যুব নেতা হরেন্দ্র নাথ সিং, পারিচিংথাম, অনন্ত ধামাই প্রমুখ।

আদিবাসীদের মানবাধিকার রিপোর্ট

(১১ পৃষ্ঠার পর)

অঞ্চলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া জমি ফিরিয়ে দিতে সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা। ৪. আদিবাসী নারীদের উপর সকল ধরনের সহিংসতা এবং শারীরিক নির্যাতন বন্ধ করা এবং এসব ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা। ৫. বাংলাদেশ সরকারের অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মোতাবেক আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। ৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আদিবাসীদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিত তদন্ত করা।

আদিবাসী নারীর প্রতি অব্যাহত সহিংসতা বন্ধ ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক

● কাপেং ডেস্ক >

আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক। গত ৭ এপ্রিল ২০১৪ সকাল ১০.৩০ টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধন ও সমাবেশে আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। মানববন্ধন শেষে আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চঞ্চনা চাকমার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেশ করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চঞ্চনা চাকমার সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়ে চলেছে। সমতলে কিংবা পাহাড়ী জনপদে সব জায়গায় আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ যৌন হয়রানি, অপহরণ ও নির্যাতনের মতো নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হতে হচ্ছে। আদিবাসী নারীরা আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করছে দাবি করে বক্তারা বলেন, একজন আদিবাসী নারী ঘর থেকে বের হলে সে নিরাপদে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত তার পরিবার পরিজনদের নানা ধরনের শঙ্কায় থাকতে হয়।

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, আদিবাসী নারীদের উপর যেভাবে সহিংসতা বাড়ছে তাতে করে আজ পুরো আদিবাসী সমাজ আতঙ্কিত। বেশিরভাগ সময় স্থানীয় প্রশাসন আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে না ও অপরাধীদের ধরতেও গড়িমসি করে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং অবিলম্বে আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাজীব মীর বলেন, আদিবাসী নারীরা সহিংসতার শিকার হলে থানায় মামলা করতে গড়িমসি করে প্রশাসন। এছাড়াও মামলার পরে সুষ্ঠু তদন্তের অভাব, ঘটনার শিকার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব, অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান না করা ইত্যাদি কারণে দিনদিন নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাচ্ছে।

কাপেং ফাউন্ডেশনের বিপাশা চাকমা বলেন, আদিবাসী নারীরা তাদের কর্মস্থলে ও স্কুল কলেজে যাওয়ার সময়, মাঠে-ঘাটে কাজ করার সময় এমনকি নিজ বাড়িতে অবস্থানকালেও নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তিনি প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, আর কতজন আদিবাসী নারী ধর্ষণের শিকার হলে প্রশাসন নড়ে চড়ে বসবে? তিনি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, শান্তিচুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পাহাড়ের আদিবাসী মানুষসহ নারীরা নানারকম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। তাই অবিলম্বে সরকারকে পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের দাবি জানান।

আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চঞ্চনা চাকমা আদিবাসী নারীদের সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, গত তিন

>> বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক: পৃষ্ঠা ১৬

ঢাকায় 'আদিবাসীবান্ধব জাতীয় বাজেট চাই' শীর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ২৭মে ২০১৪ আদিবাসী বান্ধব জাতীয় বাজেট চাই শীর্ষক একটি সংলাপ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও একশনএইডের যৌথ আয়োজনে ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। আদিবাসীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টালে আদিবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি হবে না। এজন্য আগে সরকারকে আদিবাসীবান্ধব হতে হবে। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও একশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'আদিবাসীবান্ধব জাতীয় বাজেট চাই' শীর্ষক সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে অঞ্চলের বাজেট বরাদ্দের হিসাব সুনির্দিষ্ট পাওয়া যায় কিন্তু সমতলের আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ যেমন কম আবার এর সুনির্দিষ্ট কোন হিসেব নেই। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় আলাদা দু'টি বিভাগ করে পাহাড় ও সমতলের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করেন তিনি। এছাড়াও আসন্ন জাতীয় বাজেটের প্রাক্কালে আদিবাসীদের বাজেট ভাবনা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করতে বলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসকে। যার ফলে এবারের বাজেটে আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি তোলা সহজ হবে। তিনি আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও গুরুত্ব সহকারে বলেন।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের আহ্বায়ক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, ঊষাতন তালুকদার এমপি, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন ও প্রফেসর মেসবাহ্ কামাল। সংলাপে 'আদিবাসী ও জাতীয় বাজেট' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং।

তিনি তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন এবারের বাজেটের আকার হতে যাচ্ছে প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা। এদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২ ভাগ। এ হিসাবে আদিবাসীদের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ হওয়ার কথা কমপক্ষে ৬,০০০ কোটি টাকা। এটি জনসংখ্যার অংকের হিসাব। প্রকৃত বাজেট বরাদ্দ হলো গত বছর পাহাড়ে মোট ৭৫৫ কোটি টাকা আর সমতলে মাত্র ১৬ কোটি টাকা। যেহেতু আদিবাসীরা নানা কারণে শোষণ, বৈষম্য ও মানবসৃষ্ট দারিদ্র ও বঞ্চনার শিকার, তাই বরাদ্দ শতকরা হিসাবের বাইরে আরো বেশি হওয়া উচিত। নইলে নিজেকে আমরা মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভাবি কী করে? তিনি তার প্রবন্ধে দেখান, সমতলের আদিবাসীদের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় তাতে বছরে মাথাপিছু আদিবাসী প্রতি পড়ে মাত্র ৩৫ টাকা।

তিনি সমতলের আদিবাসীদের বিষয়টি দেখার জন্য একটি আলাদা আদিবাসী মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি জানান। এর সঙ্গে আরো বলেন

তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এমন মন্ত্রণালয় না হচ্ছে, সেই সময় পর্যন্ত সমতলের আদিবাসীদের সকল বিষয় দেখার জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভূক্ত কাজ করার দাবি জানান।

তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট ৫টি দাবি হলো ১) এবারের জাতীয় বাজেটে পৃথক অনুচ্ছেদ যুক্ত করে আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। বাজেট বক্তৃতায় আদিবাসী বিষয়ে বিবরণী থাকতে হবে; ২) সমতলের আদিবাসীদের বিষয়টি দেখার জন্য যেহেতু কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নেই, সে জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এই থোক বরাদ্দ পরিচালনার জন্য সমতলের আদিবাসীদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি বা বোর্ড গঠন করা যেতে পারে; ৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে; ৪) সকল মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বাজেটে আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং বরাদ্দের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আদিবাসীদের কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, সে বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং ৫) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমীগুলোতে আদিবাসী সংস্কৃতি উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নাচ-গান নয়, গবেষণার দিকে মনযোগী হতে হবে এবং এ খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যুষিত গ্রামগুলো হতে তাদের বিচ্ছিন্ন করা একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সমতলের আদিবাসীরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। তিনি বলেন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যে বরাদ্দটুকু যায় তার কোন সুষ্ঠু নিয়মনীতি নেই। একেক অঞ্চলের আদিবাসীদের সমস্যা একেক রকম। তাই আদিবাসীদের সমস্যার ধরন দেখে বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। এর জন্য আলোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, আমরা আদিবাসীদের জন্য কী ধরনের বাজেট চাই তা আমাদের এখনই নির্ধারণ করতে হবে যেন এ বাজেটেই আমরা এটা উত্থাপন করতে পারি এবং বাজেট অধিবেশনে পার্লামেন্টে আমাদের এটা তুলে ধরতে হবে। এবার আদিবাসীবান্ধব বাজেট যেন হয় সে উদ্যোগের বিষয়ে তিনি সচেষ্ট থাকবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

ঊষাতন তালুকদার এমপি বলেন, সামনে যে বাজেট আসছে সেখানে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু কতটুকু সম্ভব হবে সে সন্দেহ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে ধনীবান্ধব, গরিববান্ধব নয়, এটাই বাস্তবতা। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে যে বরাদ্দ দেওয়া হয় সেটা পুরোপুরি বাস্তবায়ন ঘটে না, সমতলেও সেটা হয় না। এ অবস্থায় বর্তমান সংসদে আদিবাসীবান্ধব ও কৃষক শ্রমিকবান্ধব বাজেট যে আসবে, সেটা আমরা আস্থা রাখতে পারি না। আজ সরকারের কর্মকর্তা যারা জনগণের করের টাকায় চলে, বেতন পায় তারাই জনগণের কথা শোনেনা এবং জনগণের অংশগ্রহণও সরকারি বাজেটে দেখা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন সেখানে মন্ত্রণালয়ের ইচ্ছামাফিক বরাদ্দ বাস্তবায়ন করা হয়।

একশনএইড বাংলাদেশের পরিচালক আসগর আলী সাবরীর সঞ্চালনায় সংলাপের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন আদিবাসী ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা। শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হলো চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ও খাতগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট না রাখা। তিনি বলেন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ এমনিতেই কম আবার কোন কোন জায়গায় আদিবাসীদের বরাদ্দ অ-আদিবাসীদের দিয়ে দেওয়া হয়।

প্রফেসর মেসবাহ্ কামাল বলেন সমতলের আদিবাসীদের জন্য যে বরাদ্দ এটা খুবই নগণ্য এবং তা এবার গত বছরের চেয়ে ১ কোটি টাকা কমেছে। আাদবাসীবান্ধব বাজেট বৃদ্ধির জন্য আদিবাসীদের প্রতি আগে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দও খুবই কম। সে মন্ত্রণালয়ে যে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় তার অধিকাংশ খরচ হয় সে মন্ত্রণালয়ের বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী ও সেনাবাহিনীদের জন্য। তিনি বলেন, গোটা জাতীয় বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্যে আদিবাসীরা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। আদিবাসীদের জন্য প্রতিটা খাত ধরে ধরে বিশেষ বরাদ্দ দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় ৫ লক্ষ আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু আদিবাসীদের জন্যও পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও তাদের জন্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা দরকার বলেন প্রফেসর মেসবাহ্ কামাল।

মুক্ত আলোচনায় এন্ড্রু সলোমার, ইউজিন নকরেক, বরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, মেহেরুন নাহার স্বপ্না, মোহন রবিদাস, পীযুষ বর্মন, নিমাই মন্ডল প্রমুখ আলোচনা করেন। তারা আদিবাসীদের ওপর মিথ্যা মামলা নিষ্পত্তিতে বরাদ্দ, বিশেষ কৃষি ঋণ, আদিবাসী বাজেট বিষয়ে গবেষণা, আদিবাসী সাহিত্য উন্নয়নে বরাদ্দ ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক বরাদ্দসহ আরো বিভিন্ন দাবি তোলে ধরেন।

এছাড়া সংলাপে আরো উপস্থিত ছিলেন মহতী রেমা, হিরনমিত্র চাকমা, মৃগেন হাগিদক, একশন এইড এর প্রতিনিধি সৌভাগ্য মঙ্গল চাকমা, জাহিদ হাসান, তানভীর আহমেদ খান, শুভময় হক, আরডিসি নির্বাহী পরিচালক জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, চঞ্চনা চাকমা, চন্দ্রা ত্রিপুরা, উন্নয়নকর্মী বাঁধন আরেংসহ বিভিন্ন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, উন্নয়নকর্মী ও আদিবাসী ছাত্র-যুববৃন্দ।

দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় বিজিবি

(২০ পৃষ্ঠার পর)

চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সংবাদ সম্মেলনে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, এএলআরডি, ব্লাস্ট, আইইডি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জনউদ্যোগ, কাপেং ফাউন্ডেশন, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক ইত্যাদি সংগঠনসমূহ সংহতি জ্ঞাপন করে।

বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতলে কমপক্ষে ৯ জন আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ও ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। এর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ২ জন। এছাড়াও কেবলমাত্র ২০১৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৫৪ জন এবং সমতল অঞ্চলের ১৩ জন সহ মোট ৬৭ জন আদিবাসী নারী ও শিশু দেশব্যাপী সহিংসতার শিকার হয়েছে বলে তিনি জানান।

মানববন্ধনে বক্তারা আদিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবির পাশাপাশি সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন, পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনকে কার্যকর এবং আদিবাসী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নসহ নিরাপত্তা বিধান করার জোর দাবি জানান।

আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের চন্দ্রা ত্রিপুরার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে সংহতি জানিয়ে আরো বক্তব্য রাখেন দেশপ্রেমিক জোটের আহ্বায়ক প্রকৌশলী ইনামুল হক, বিসিএইচআরডি'র পরিচালক মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের সমন্বয়কারী দিলারা রেখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষমান চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মনিরা ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সদস্য রিপন চন্দ্র বানাই, নারী পক্ষের কামরুন নাহার প্রমুখ। এছাড়াও সংহতি জানিয়েছেন বাংলাদেশ আদিবাসী মহিলা পরিষদ, নারী মুক্তি সংসদ, আইইডি, নারী পক্ষ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আদিবাসী নারী পরিষদসহ অন্যান্য সংগঠন।

আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের যুগ্ম আহ্বায়ক চঞ্চনা চাকমা, মানবাধিকারকর্মী রোজালিন কস্তা, ইউএন উইমেনের মাহতাবুল হাকিম প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের গবেষণা সমন্বয়কারী বিপাশা চাকমা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা।

হাজেরা সুলতানা এমপি বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা বাড়ছে এবং তারা নারী অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস ও জাতীয় সংসদে আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা বিষয়সমূহ উত্থাপন করা জরুরি বলে তিনি মনে করেন।

তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালায় আদিবাসী নারীদের অবস্থা আরো সুন্দরভাবে আসা দরকার। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের আরো নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও লবিং বাড়াতে হবে। মূলত এ বিষয়ে সবাইকে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে।

সঞ্জীব দ্রং বলেন আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা কমানোর জন্য এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসী কমিশন গঠন করা দরকার। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র আদিবাসী নারীদের কিভাবে দেখছে সেটাই মূল কথা। আদিবাসী নারীদের সহিংসতার বিচার না হওয়ায় মূলত সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন– আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা দেশের জন্য গৌরবের বিষয় নয়। মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে এদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যকে আমরা সম্মান করতে পারি নাই। যার কারণে ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে আদিবাসী নারীদের উপর পরিকল্পিত সহিংসতা করা হচ্ছে। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

ব্যারিস্টার সারা হোসেন বলেন, আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে আরো আইনি সহায়তা বাড়ানো দরকার এবং এক্ষেত্রে পাহাড়ে নারী পুলিশ নিয়োগ করে পরিস্থিতি উন্নয়ন করা যেতে পারে।

আবু সাঈদ খান বলেন, আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সামগ্রিকভাবে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষকে ভাবতে হবে যে, এটাও তাদের আন্দোলন।

মূল প্রবন্ধে কাপেং ফাউন্ডেশনের গবেষণা সমন্বয়কারী বিপাশা চাকমা বলেন, আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো– সাম্প্রদায়িক নীতি, দোষীদের দায়মুক্তি অর্থাৎ শাস্তির আওতায় না আনা, বিচার বিভাগের প্রলম্বিত বিচার প্রক্রিয়া ও বিরূপ পরিবেশ, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আদিবাসীদের সচেতনতার অভাব ও অনভিজ্ঞতা, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্নীতি ও অনিয়ম, আদিবাসীদের দুর্বল প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, ভূমি জবরদখল ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত আইনি ও বস্তুগত সহায়তার অভাব, ঘটনার অব্যাহত অনুগামী কর্মসূচি ও পরিক্ষণের অভাব, ঘটনার শিকার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব, জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার ও নারী সংগঠনের বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাব ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষকদের আবাসন ও ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখা) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ স্মারকলিপি প্রদান করেন- ১) গৌতম দেওয়ান, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি; ২) প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, সভাপতি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল; ৩) শৈলজ বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি; ৪) শক্তিপদ ত্রিপুরা, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; ৫) বিনোতা ময় ধামাই, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; ৬) বাবলু চাকমা, মানবাধিকারকর্মী।

জাতিসংঘ নারী মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন (সিএসডব্লিউ)-এর ৫৮তম অধিবেশনে আদিবাসী নারী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

● কাপেং ডেস্ক >

গত ১০-২১ মার্চ ২০১৪ জাতিসংঘের নারী সংক্রান্ত কমিশনের (সিএসডব্লিউ) ৫৮তম অধিবেশন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, হাজার হাজার মানবাধিকারকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নারী নেতৃবৃন্দরা তাদের প্রান্তিকতা, বঞ্চিত হওয়ার গল্প, নিজেদের আইডিয়া বিনিময়, এ্যাডভোকেসির কৌশল, সাইড ইভেন্টে ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতাগুলো ভাগাভাগি করেন। উচ্চ পর্যায়ের গোল টেবিল বৈঠক এবং সরকারি প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকও এ সম্মেলনে স্থান পায়।

কাপেং ফাউন্ডেশনের গবেষক বিপাশা চাকমা জাতিসংঘের নারী সংক্রান্ত কমিশনের (সিএসডব্লিউ) ৫৮তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সাইড ইভেন্টে আলোচক এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফর্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভায় মূখ্য আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেখানে বাংলাদেশের আদিবাসী নারীরা যে বিভিন্নভাবে সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হন তা তুলে ধরেন।

তিনি আদিবাসী নারীরা যে সহিংসতার শিকার হন তার কারণ হিসেবে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যকার ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়াকে মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমি দখল, বাঙালি শরণার্থী পুনর্বাসন, সামরিকায়ন, উন্নয়নের নামে রাবার বাগান প্রকল্প, ইকোপার্ক, ন্যাশনাল পার্ক, সংরক্ষিত বন স্থাপন প্রভৃতিও অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেন যে, আদিবাসী নারীরা সকল উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন- আয় বর্ধনমূলক কাজ, বাজারে সীমিত প্রবেশাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মক্ষেত্র, স্থানীয় সরকার, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা, শিক্ষাসহ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে নারীরা বঞ্চিত হওয়ার কারণে আদিবাসী নারী দারিদ্র্যতার শিকার হয় এবং এ অবস্থা তাদেরকে আরো বেশি প্রান্তিকতায় ঠেলে দেয়।

তিনি আদিবাসী নারীর শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং আদিবাসী নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নারীবান্ধব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া, ধর্ষণের মত সহিংসতার শিকার নারীর জন্য আইনি সহায়তা প্রদান, নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচারণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রদান করেন।

সুনামগঞ্জে মানবাধিকার ও ইউপিআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৯-১০ জুলাই ২০১৪ কাপেং ফাউন্ডেশন ও উইক্লিফিসিয়াম যুব সংঘ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের জগৎজ্যোতি পাঠাগারে মানবাধিকার ও ইউপিআর এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সুনামগঞ্জের আদিবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানবাধিকারের উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বানাই, গারো, হাজং, খাসি ও মনিপুরি আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে ২১ জন আদিবাসী বিভিন্ন সংগঠন থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রশিক্ষণের শুরুতে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন কাপেং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক পল্লব চাকমা। প্রধান অতিথি পীর ফজলুল রহমান মিসবাহ ছাড়াও, কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমা, উইথক্লিব যুব সংঘের জেনি সলোমর, পাসকপের নির্বাহী পরিচালক গৌরাঙ্গ পাত্র, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অর্থ সম্পাদক এন্ড্রু সলোমর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দুদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে মঙ্গল কুমার চাকমা মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইনসমূহ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, ভূমি অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন। পল্লব চাকমা ইউপিআর, মনিটরিং, জাতিসংঘের পার্লামেন্টে আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। আইনবিদ মো. খায়রুল কবীর আইনবিষয়ক জটিলতা সম্পর্কে এবং হিরণ মিত্র চাকমা ডকুমেন্টেশন, এর গুরুত্ব, ডাটা সংগ্রহ, সাক্ষাতকার গ্রহণ, প্রতিবেদন লিখন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় দুটি গ্রামে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন

ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন

● কাপেং ডেস্ক >

গত ১০ জুন ২০১৪ যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ায় যেখানে বিজিবি নতুন সেক্টর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতে যাচ্ছে, সে জায়গাগুলোর মালিকেরা প্রায় শতাধিক পাহাড়ী মিলে বিকাল ৪.০০টার সময় তাদের নিজ জায়গায় কলাগাছ রোপণ করতে যায়। সে সময় ক্যাম্প তোলার জন্য যাওয়া বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে কলাগাছ লাগাতে বাধা প্রদান করে। তারপর উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে শেষ পর্যন্ত পাহাড়ীদের উপর বিজিবিরা উপর্যুপরি হামলা চালায়। এ ঘটনায় ১৮ (আঠার) জন জুম্ম আহত হন। যেহেতু বিজিবিদের এ জায়গায় হেডকোয়ার্টার তোলার পরিকল্পনা ২০০৫ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, সেহেতু জুম্মরাও ব্লাস্টের মাধ্যমে তাদের জমিজমা ফেরৎ পাবার জন্য হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। তাই হাইকোর্ট থেকে খাগড়াছড়ি ডেপুটি কমিশনার এর নিকট ২০০৫ সালে সেখানে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের কাজ স্থগিতাদেশ দেয়া হয়। কিন্তু তবুও গত ১৪ মে ২০১৪ খ্রি: তারিখে ঐ স্থগিতাদেশ অমান্য করে বিজিবিরা সেখানে ক্যাম্প স্থাপনের জন্য চলে যায়। এতদিন বিজিবরা ঐ স্থানে তাবু টাঙিয়ে রয়েছে। শেষাবধি ১০ জুন এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটা ঘটিয়েছে।

দীঘিনালা উপজেলার চারটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী বরাবর ৫১নং দীঘিনালা মৌজায় বিজিবি সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য এলাকাবাসীর পক্ষে একটি দরখাস্ত করেছিলেন ২০০৫ সনের ৩০ এপ্রিল।

২০১৩ সনের ৬ অক্টোবর শশীমোহন ও যত্নমোহন কার্বারী পাড়ার গ্রামবাসী বিজিবি ক্যাম্পকে সরকারের একটি গণবিরোধী পরিকল্পনা উল্লেখ করে এটি বাতিলের দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

১৯৫৯ সনে রাঙামাটির বালুখালী ছেড়ে উদ্বাস্তু চাকমা পরিবারগুলো প্রায় পাঁচদিনে নদী ও জংগল পথে খাগড়াছড়ির দীঘিনালার এই এলাকায় পৌঁছে। মা নিরোদা চাকমা ও বাবা কুঞ্জলাল চাকমাসহ প্রেমদিনী চাকমার পরিবারও বাঁধ-উদ্বাস্তুদের সাথে এসে নয়া বসতি গড়ে তুলেন দীঘিনালার ৪নং দীঘিনালা ইউনিয়নের ৫১নং দীঘিনালা মৌজার যত্নমোহন কার্বারী পাড়ায়। প্রেমদিনীর মতো প্রিয়রঞ্জন চাকমা ও প্রাণোদিনী চাকমার পরিবারও কাপ্তাই বাঁধের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে বালুখালী থেকে যত্নমোহন কার্বারী পাড়ায় আসেন। প্রিয়রঞ্জন ও প্রেমদিনীর চার সন্তানের ভেতর গোপা চাকমার জন্ম যত্নমোহন কার্বারী পাড়াতেই। দীঘিনালা অঞ্চল লণ্ডভণ্ড ছাড়খাড় হয়ে যায় ১৯৮৬ সনের ১৩ জুন সামরিক রোষানলে। পুড়ে যায় প্রায় ৫০০০ চাকমা বসত বাড়ি। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত নানান সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীল সময়ে আবারো উদ্বাস্তু হতে হয় গোপা চাকমা ও প্রেমদিনী চাকমার মতো অসংখ্য পরিবারকে। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চুক্তি সম্পাদনের পর তারা ফিরে এলেও নিজ জন্মমাটিতে নিরাপদে বসবাস করতে পারছেন না।

দীঘিনালা উপজেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের ৪৮কি.মি. অরক্ষিত সীমান্তের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ৫১নং দীঘিনালা মৌজার ৪৫ একর

জনবসতিতে বিজিবি সদরদপ্তর গড়ে তুলতে চাইছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের এই যুক্তি খুব একটা জুতসই নয়, কারণ ১৯৭৯ সন থেকেই উল্লিখিত এলাকাটি রাষ্ট্রীয় ভূমি দখলের নিশানায় আছে। তখনই অন্যায়ভাবে শশীমোহন আদামের ললিত মোহন চাকমার দেড় একর জমিতে জোর করে সেনাক্যাম্প স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সনে বাবুছড়া সেনাক্যাম্প ও আনসার ক্যাম্প গড়ে ওঠে। ২০০৪ সনের ২৯ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সীমান্তশাখা-১ খাগড়াছড়ি সেক্টরের অধীনে দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নে একটি রাইফেল ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য ৪৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয় (সূত্র: নং-স্ব:ম: (সী-১)৪০/২০০৩-০৪)। ২০০৫ সালে ৫১ বিজিবি'র সদর দপ্তরের জন্য ৫১নং দীঘিনালা মৌজার শশীমোহন ও যত্নমোহন কার্বারী পাড়ার ৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহনের জন্য প্রস্তাব করে ভূমি মালিকদের ভূমি হুকুম দখল নোটিশ পাঠায়। নোটিশ পেয়ে ১০জন রেকর্ডকৃত ভূমির মালিক অধিগ্রহন প্রত্যাহারের জন্য হাই কোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করেন। ২০১৪ সালে জেলা প্রশাসন রিট মামলাভুক্ত ভূমি বাদ দিয়ে ২৯.৮১একর ভূমি চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণ করেন এবং ১৫ মে ২০১৪ বিজিবি খাগড়াছড়ি সেক্টর সদর দপ্তরকে হস্তান্তর করেন। ৫১ বিজিবি ১৪ মে ২০১৪ রাত ৩টার দিকে গাড়িবহরসহ পুরো ব্যাটালিয়ন নিয়ে প্রস্তাবিত ভূমিতে প্রবেশ করে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন শুরু করে। অবস্থানের পরপরই বিজিবি'র সদস্যরা গ্রামের চারদিক কাঁটা তারের বেড়া দিলে গ্রামবাসীরা আপত্তি জানায়। ১০ জুন বিকালে গ্রামের নারীদের সাথে বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের বাকবিতন্ডা হয়। গ্রামবাসী, বিজিবি ও পুলিশের সংঘর্ষে ৩জন গুলিবিদ্ধসহ কমপক্ষে ১৮ নারী আহত হয়। ঘটনার পর নিজ গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া গোপা ও প্রেমদিনী চাকমাসহ ২১ পরিবার স্থানীয় বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেয়। বিজিবি ক্যাম্পের ফলে আদিবাসী বসতি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে অবরোধ, মিছিল, পোস্টারিং ও মানবন্ধন কর্মসূচি চলে। ১১ জুন ২০১৪ ৫১ বিজিবি'র সুবেদার মেজর মো: গোলাম রসুল ভূঁইয়া ১১১জনের নাম উল্লেখসহ ২৫০ জনের বিরুদ্ধে দীঘিনালা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-০২/১৬)।

২০০৪ সনের ২৯ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সীমান্তশাখা-১ খাগড়াছড়ি সেক্টরের অধীনে দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নে একটি রাইফেল ব্যাটালিয়ান সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য ৪৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয় (সূত্র: নং-স্ব:ম: (সী-১)৪০/২০০৩-০৪)। ২০০৫ সালে ৫১ বিজিবি'র সদর দপ্তরের জন্য ৫১নং দীঘিনালা মৌজার শশীমোহন ও যত্নমোহন কার্বারী পাড়ার ৪৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করে ভূমি মালিকদের ভূমি হুকুম দখল নোটিশ পাঠায়। নোটিশ পেয়ে ১০জন রেকর্ডকৃত ভূমির মালিক অধিগ্রহন প্রত্যাহারের জন্য হাই কোর্টে একটি রিট মামলা দায়ের করেন। ২০১৪ সালে জেলা প্রশাসন রিট মামলাভুক্ত ভূমি বাদ দিয়ে ২৯.৮১একর ভূমি চূড়ান্তভাবে অধিগ্রহণ করেন এবং ১৫ মে ২০১৪ বিজিবি খাগড়াছড়ি সেক্টর সদর দপ্তরকে হস্তান্তর করেন। মূলত সমস্যাটি হয়েছে 'বাবুছড়া' নামটি নিয়ে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভূমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে বাবুছড়া ইউনিয়নে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনকে গুরুত্ব না দিয়ে ২০০৫ সন থেকে ৪নং দীঘিনালা ইউনিয়নের ৫১ নং দীঘিনালা মৌজার বাবুছড়া অঞ্চলে এই অন্যায় অধিগ্রহণ-জুলুম চলছে। রাষ্ট্রের নানান এজেন্সি ও বাহিনীর এই গাফিলতি খোদ রাষ্ট্রকেই এক নিদারুণ প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাবুছড়া একটি পাহাড়ি ছড়া, যা শশীমোহন ও যত্নমোহন আদামের উপর দিকে উত্তরে প্রবাহিত এবং বাঘাইছড়ি ছড়া গ্রামদুটির নিচ দিয়ে দীঘিনালা মৌজার সীমানাছড়া হিসেবে প্রবাহিত। দীঘিনালা ও বাঘাইছড়ি মৌজার আদিবাসীরা মিগিনি (মাইনী) নদী দিয়ে নাড়াইছড়ি থেকে বাঁশ ও জ্বালানিকাঠ এনে বাবুছড়ার মুখে বিক্রি করতেন। একসময় এখানে জমজমাট হাট বসে, বনকর্মকর্তারাও আসেন। বাবুদের আনাগোনা থেকেই এক নিভৃত পাহাড়ি ছড়া বাবুছড়া নাম পায়। মূলত বাবুছড়া নামে কোনো মৌজাও এ অঞ্চলে নেই। বাবুছড়া, দীঘিনালা, কবাখালী, বোয়ালখালী ও মেরুং এই পাঁচটি ইউনিয়ন মিলে দীঘিনালা উপজেলা। ভূমি অধিগ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ এ বিষয়ে কোনো গুরুত্বই দেয়নি বা দিতে চায়নি। তাই দেখা যায় এ সম্পর্কিত সকল রাষ্ট্রীয় নোটিশ, নথি ও তদন্ত প্রতিবেদনে খুব কৌশলে ইউনিয়নের নামটি বাদ রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যখন বিজিবি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পিতার নাম ও ঠিকানা সম্পর্কে না জানার নিলর্জ্জ তথ্য প্রকাশ করে। বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ ও সংঘর্ষ নিয়ে ১১ জুন ২০১৪ ৫১ বিজিবি'র সুবেদার মেজর মোঃ গোলাম রসুল ভূঁইয়া ১১১জনের নাম উল্লেখসহ ২৫০ জনের বিরুদ্ধে দীঘিনালা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-০২/১৬)। উক্ত মামলার ৯ নং আসামী হিসেবে ৫নং বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুগতপ্রিয় চাকমার নাম আছে। বিস্ময়করভাবে সেখানে চেয়ারম্যানের পিতা ও সাং লেখা হয়েছে 'অজ্ঞাত'।

রাষ্ট্রের তরফ থেকে বলা হচ্ছে দীঘিনালা উপজেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের ৪৮ কি.মি. অরক্ষিত সীমান্তের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ৫১নং দীঘিনালা মৌজার ৪৫ একর জনবসতিতে বিজিবি সদরদপ্তর গড়ে তোলা হচ্ছে। এই দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা সংরক্ষণের জন্য ২০ বিজিবি ও ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়ন নিয়োজিত আছে। খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ২০ বিজিবি সদর দপ্তর এবং ৫১ বিজিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা হলো ৫নং বাবুছড়া ইউনিয়নের টেক্কাছড়া ও শিলছড়ি এলাকা। মূলত ২২৭০/৩ সীমানা পিলার থেকে ২২৮৪/৩ সীমানা পিলার পর্যন্ত। ৫১ বিজিবি সদরদপ্তর গড়ে তোলার পেছনে সীমান্ত সুরক্ষার সাফাই তৈরি করলেও এ বিষয়ে ১৭ এপ্রিল ২০১৪ দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দাখিলকৃত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অন্যকথা, ...অতি দুর্গমতার কারণে উক্ত এলাকায় কোন পুলিশ ক্যাম্প নেই। বিজিবি উক্ত এলাকায় উপযুক্ত টহল চালু করলে এধরণের(আঞ্চলিক দলসমূহের মাধ্যমে সৃষ্ট) অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আবশ্যিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বাবুছড়া এলাকায় বিজিবি সদর দপ্তরটি পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যক্রম শুরু করার পর আঞ্চলিক দলসমূহের গতিবিধি এবং আধিপত্য বিস্তার বাধাগ্রস্ত হবে-এ ধরনের আশংকা হতে আঞ্চলিক দলসমূহ বিজিবি সদর দপ্তর স্থাপন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে (সূত্র: স্মারক নং-০৫.২০.৪৬৪৩.০০৩.

০০.০০১.২০১৪-৮৫৪)।

বাবুছড়ায় বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ ও সংঘর্ষ নিয়ে ১১ জুন ২০১৪ ৫১ বিজিবি'র সুবেদার মেজর মো: গোলাম রসুল ভূঁইয়া ১১১জনের নাম উল্লেখসহ ২৫০ জনের বিরুদ্ধে দীঘিনালা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং ০২/১৬)। উক্ত মামলার ৯নং আসামী হিসেবে ৫নং বাবুছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুগতপ্রিয় চাকমার নাম আছে। বিস্ময়করভাবে সেখানে চেয়ারম্যানের পিতা ও সাং লেখা হয়েছে 'অজ্ঞাত'। মামলায় ললিত মোহন চাকমা, পিদিয়া চাকমা ও শান্তি রানী চাকমা নামে তিন মৃত ব্যক্তির নামও আছে। ১০ জুন বিজিবি-পুলিশের হামলায় আহত গোপা চাকমা ও তার এসএসসি পাশ কন্যা অপ্সরী চাকমাও মামলার আসামী। কারাগার থেকে মা'র জামিন হলেও অপ্সরী এখনও জেলে। এ বছরই বাবুছড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ ৪.২৫ পয়েন্ট নিয়ে সে পাশ করেছে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী বৈশাখি চাকমা, সজিব চাকমা, সূর্যধন চাকমা, চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুপান্ত চাকমা, দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী রেশমী চাকমারা কেউই তাদের সেই স্কুলে যেতে চায়না আর। তারা তাদের স্কুল মাঠে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনেছে গত ১০ জুন বিকালে। ওই মাঠে তাদের মা-বাবার ওপর বিজিবি-পুলিশ গুলি-টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে ভূমিবিরোধের জের ধরে কি শিশুদের শিক্ষাজীবন বন্ধ করে রাখা অন্যায় নয়। আমরা এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্রুত স্কুল থেকে কাঁটাতার সরিয়ে নেয়া হোক, অপ্সরী চাকমার নিঃশর্ত মুক্তি ও নিরাপদ শিক্ষাজীবন নিশ্চিত হোক। প্রতিটি শিশু যেন নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বাঘাইছড়ি বিদ্যালয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের শিক্ষাজীবন শেষ করতে পারে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হোক। এ ঘটনায় পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করে, গোপা চাকমা ও স্নেহ চাকমা জামিন পায়।

খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় বিজিবি সদর দপ্তর স্থাপন ও আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ ঘটনার সরেজমিন পরিদর্শনোত্তর সংবাদ সম্মেলন

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৭ জুলাই ২০১৪ সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল কক্ষে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে খাগড়াছড়ির ৪ নং দীঘিনালা ইউনিয়নের ৫১ নং দীঘিনালা মৌজায় ৫১ বিজিবি সদর দপ্তর নির্মাণ ও আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদের ঘটনাবলী সরেজমিন পরিদর্শনোত্তর একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৭ জুন ২০১৪ খাগড়াছড়িতে সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে নাগরিক প্রতিনিধি দল এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন বিজিবির সদর দপ্তর নির্মাণে বাবুছড়ায় আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে একটি স্কুলে তারা মানবেতরভাবে বসবাস করছে যা মানবতা ও মানবাধিকারের বিরোধী। সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্ট কলাম লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, কাপেং ফাউন্ডেশন ও জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এ্যাডভোকেট রেহানা কবীর, জীব বৈচিত্র্য ও আদিবাসী বিষয়ক গবেষক পাভেল পার্থ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাজীব মীরসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক সমাজের মূল বক্তব্য পাঠ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও নাগরিক দলের প্রতিনিধি রাশেদ রাইন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য সেখানকার জনগণের জনমত যাচাই করা হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন রাষ্ট্রের কাজ জনগণের স্বার্থে কাজ করা। তিনি উল্লেখ করেন সংবিধান অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ না করে বরং বিভিন্ন উন্নয়নের নামে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদেরকে আরো পিছনে ঠেলা হচ্ছে। বাবুছড়ায় ৫১ বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করতে গিয়ে দুটি আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ করার ঘটনা তিনি অমানবিক বলে উল্লেখ করেন। তিনি পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নসহ উচ্ছেদকৃত আদিবাসীদের দ্রুত পুনর্বাসন করার দাবি জানান এবং আদিবাসী বসত ব্যতিরেকে অন্য কোন দূরবর্তী সীমান্তবর্তী জায়গায় বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ করতে বলেন।

আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং বলেন, রাষ্ট্র কতটুকু মানবিক তা দেশের আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি তাকালে বোঝা যায়।

এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, সরকার শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করে বরং পাহাড়ের আদিবাসীদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে।

পরিদর্শনকারী নাগরিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য পাভেল পার্থ বলেন, বাবুছড়া ইউনিয়নে বিজিবি ক্যাম্প করার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি থাকলেও ক্যাম্প নির্মিত হচ্ছে ৫১ দীঘিনালা মৌজা, ১নং দীঘিনালা ইউনিয়ন, সন্তোষ কার্বারী পাড়ায়। তিনি আরো উল্লেখ করেন, যে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নামে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন মৃত ব্যক্তির নামও আছে যা অত্যন্ত হাস্যকর। তিনি উল্লেখ করেন, উচ্ছেদকৃত ২১ টি আদিবাসী পরিবার পাশের একটি স্কুলে আশ্রয় গ্রহণ করে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

সংবাদ সম্মেলন থেকে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়: ১. বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী তদন্তের জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা; ২. অবিলম্বে উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসীদের নিজ নিজ ভিটেমাটিতে প্রত্যাবর্তনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা; ৩. আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং আটককৃতদের মুক্তি প্রদান করা; ৪. রাষ্ট্রীয় সীমান্ত সুরক্ষার জন্য বিজিবি ক্যাম্প নির্মাণ আবশ্যক হলে বসতিহীন স্থানে তা নির্মাণ করা এবং বর্তমান স্থান থেকে বিজিবি ক্যাম্প অন্যত্র সরিয়ে নেয়া; ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম

>> দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় বিজিবি সদর দপ্তর: পৃষ্ঠা ১৫

২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সংঘটিত সহিংসতার ঘটনাবলীর সারসংক্ষেপ

● বিশেষ প্রতিবেদন >

৫ জানুয়ারি ২০১৪ খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলায় ৯ বছর বয়সী এক ত্রিপুরা শিশু বাঙালি শরণার্থী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে ১২০০০টাকার জরিমানার বিনিময়ে বিষয়টি মীমাংসা হয়। ফলে থানায় কোনো মামলা হয়নি।

৯ জানুয়ারি ২০১৪ বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় ১৩ বছর বয়সী এক মারমা কিশোরী এক বাঙালি শরণার্থী কর্তৃক শ্লীলতাহানির শিকার হয়। ঘটনার শিকার মেয়েটির ভাই স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করে। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিস্পত্তির চেষ্টা করে এবং ১৫০০০টাকা জরিমানার বিনিময়ে তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়।

১৫ জানুয়ারি ২০১৪ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ১৩ বছর বয়সী এক মারমা কিশোরী এক বাঙালি শরণার্থী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। দুষ্কৃতকারীদের একজন পরবর্তীতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

১৫ জানুয়ারি ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার কমলছড়িতে একদল বাঙালি শরণার্থী দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

১৮ জানুয়ারি ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের লক্ষীছড়ি এলাকার চাকমা নারী (২৮) এক নিরাপত্তাকর্মী কর্তৃক শ্লীলতাহানির শিকার হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের কুমার পাড়ার এক ১৫ বছর বয়সী কিশোরী মেয়ে দুজন বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

৭ মার্চ ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার পিচতলালা ইউনিয়নের তিনজন বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ১৯ বছর বয়সী এক মারমা আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়। পুলিশ দুষ্কৃতকারী ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে।

১৪ মার্চ ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ১৩ বছর বয়সী এক আদিবাসী চাকমা মেয়ে মোঃ আয়তুল্লাহ নামক বাঙালি সেটেলার কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

২১ মার্চ ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালি উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের ছাত্রলীগের এক নেতা ১৫ বছর বয়সী এক মারমা মেয়েকে অপহরণের চেষ্টা করে।

২৩ মার্চ ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার কলমপতি ইউনিয়নের তারাবুনিয়া ব্রিকফিল্ডের শ্রমিক মো. বেলাল কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়।

২৬ মার্চ ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার কেয়াংঘাট ইউনিয়নের করল্যাছড়ির হেডম্যান পাড়ার ২৮ বছর বয়সী এক আদিবাসী চাকমা মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়।

২এপ্রিল ২০১৪ সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা উপজেলার ভূঁইয়াপতি উত্তরপাড়ার রবিদাস আদিবাসী সম্প্রদায়ের এক আদিবাসী নারীকে ঘুড়কা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হায়দার আলী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়।

৩ এপ্রিল ২০১৪ খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ির ছোট ধ্রুংমুখ গ্রামের বাক প্রতিবন্ধী এক আদিবাসী চাকমা বালিকা মো. সজীব ও মো. সরিফুল ইসলাম কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। এ ব্যাপারে থানায় কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

৪ এপ্রিল ২০১৪ সিলেটের খাদিমনগর উপজেলার পুলাউটি গ্রামের পাত্র সম্প্রদায়ের ৩৫বছর বয়সী এক আদিবাসী নারীকে প্যারা কমান্ডোর লেন্স কর্পোরেল মো. আজিজুল হক কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। এব্যাপারে শাহ পরাণ থানায় মামলা হলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার হয়নি।

৫ এপ্রিল ২০১৪ বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার রেজু ফাত্রাঝিরি গ্রামের এক তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসী নারীকে ডা. হামজা ও ডা. মোখতারের নেতৃত্বে অপহরণ করা হয়। এ ব্যাপারে ঘুমধুম পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপহরণের সত্যতা স্বীকার করলেও কোন মামলা দায়ের হয়নি।

১০ এপ্রিল ২০১৪ রাজশাহীর গোদাগারী উপজেলার কাদমা ফুলবাড়ির ১০ম শ্রেণীর এ সাঁওতাল কিশোরীকে নাঈম, সাইফুল ও রাকীব ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে ভ্রাম্যমান আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছে।

১২ এপ্রিল ২০১৪ রাঙ্গামাটির পৌরসভার দেবাশীষ নগরে ২২ বছরের এক চাকমা আদিবাসী ছাত্রীকে বিটন বড়ুয়াসহ অজ্ঞাতনামা তিনজন দুষ্কৃতকারী ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে কোতোয়ালী থানায় মামলা হয়েছে। মামলার পরে বিটন বড়ুয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঘটনার শিকার ছাত্রীটি পড়াশুনার জন্য দেবাশীষ নগরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত।

১৪ এপ্রিল ২০১৪ রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার শেরশাহ সুরী রোডে বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখ উদযাপন শেষে বন্ধুর সাথে বাসায় ফেরার পথে স্থানীয় কয়েকজন মাস্তান কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয় ১৪ বছর বয়সী এক আদিবাসী গারো কিশোরী। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হল মৃত গোলাম হোসেনের পুত্র আলীফ আহমেদ নিশান, মোঃ সাজু (২৪) ও মোঃ রিপন (২২)।

২৭ এপ্রিল ২০১৪ ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরে ৪জন দুষ্কৃতকারীরা এক আদিবাসী কিশোরীকে জোড়পূর্বক অপহরণ করে। ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের গোলাম মন্ডলের ছেলে মইদুল ইসলাম (৪০), আনসার আলীর ছেলে শাসছুল হক (৩২), রিয়াজুল হোসেনের ছেলে মো: সবুর আলী, আব্দুল করীমের ছেলে রিয়াজুল হোসেন ইত্যাদি।

৩০ এপ্রিল ২০১৪ বীরগঞ্জ উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের মতিয়াকুরা গ্রামের প্রতিবেশী কাশেম আলীর কন্যা রুমি আখতার কর্তৃক নরেন টুডুর কন্যা মুক্তি টুডু অপহৃত হন। উল্লেখ্য যে, গত ৩০ এপ্রিলে রুমি আখতারের সাথে বাজারে প্রসাধনী সামগ্রী কিনতে গিয়ে মুক্তি টুডু হারিয়ে যায়। মুক্তি টুডু ঘরে না ফিরলে তার বাবা থানায় গিয়ে আবুল কাসেম, লাইলি বেগম ও রুমি আখতারের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা দায়ের করে। মামলা নম্বর হল ২৯(০৫) ১৪। ৮ দিন পরও কোন খবর না পেয়ে গত ৭ মে ২০১৪ নরেন টুডু থানায় আবার একটি মামলা দায়ের করে। ঘটনার ১৮ দিন পর গত ১৮মে ২০১৪ মুক্তি টুডু বাড়ি ফিরে এসে জানায় রুমি আখতারের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রভাবশালীর ছেলে তাকে অপহরণ করে নির্জন স্থানে আটকে রেখে ধর্ষণ করে।

২৪ মে ২০১৪ রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়াচরের বুড়িঘাট ইউনিয়নের ননাপ্রুম গ্রামের বাঙালী ব্যবসায়ী মো. জামাল (৪০) কর্তৃক ১৭ বছর বয়সী এক আদিবাসী কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়।

৫ জুন ২০১৪ দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার পল্টন মুর্মুর ৪০ বছর বয়সী স্ত্রী একই গ্রামের বাসিন্দা মো. আনোয়ার ও তৌহিদুল ইসলাম কর্তৃক শ্লীলতাহানির শিকার হয়। ঘটনার সাথে অভিযুক্ত থাকার কারণে গত ৭ জুন পল্টন মুর্মু দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

৩১মে ২০১৪ রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলায় বাঙালি সেটেলার আব্দুর রাজ্জাক (৪০) কর্তৃক এক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের শিকার মেয়েটির বাবা থানায় একটি মামলা দায়ের করে এবং পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

৬ জুন ২০১৪ মং প্রু হ্লা মারমার মেয়ে ইউ প্রু মারমা এক দুষ্কৃত ব্যক্তি দ্বারা হত্যার পর ধর্ষনের শিকার হয়। ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা থাকার কারণে মোসলেম মিঞা নামে যুবককে এলাকাবাসী পিটিয়ে হত্যা করে এবং রশদ তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে বিজয় তঞ্চঙ্গ্যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১০ জুন ২০১৪ খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় মো. হানিফ নামে এক দুষ্কৃত কর্তৃক ২৮ বছর বয়সী এক আদিবাসী তরুণী ধর্ষণের শিকার হয়। তবে স্থানীয় এলাকাবাসী দুষ্কৃতকারীকে হাতে নাতে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

১৫ জুন ২০১৪ বাঘাইছড়ি পৌরসভার গরু ব্যবসায়ী মো. রহিম কর্তৃক এক আদিবাসী নারী শ্লীলতাহানির শিকার হয়। ঘটনার সময় এলাকাবাসীর হাতে নাতে ধরা পড়লে তাকে পুলিশের কাছে তুলে দেয়া হয়।

১৯ জুন ২০১৪ সিলেটের আবাসিক হোটেল কক্ষে এক আদিবাসী কিশোরীকে দুদিন আটকে রেখে ধর্ষণ করে। ঘটনার পর পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তরা হল হুমায়ুন রশিদ (২৫), জুনায়েল আহমেদ (২৫), হোটেল ম্যানেজার আলমগীর হোসেন (১৮), সাজিদ মির্জা।

২৭ জুলাই ২০১৪ রাত ১১ টায় শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার ডেফলাই গ্রামের আদিবাসী নারী হাসি হাজং (৩২)–কে ধর্ষণ করতে যায় ঐ গ্রামেরই প্রতিবেশি আবু সাঈদ (৪২) নামের একজন বাঙালি। হাসি হাজং-এর চিৎকারে জবেধর হাজং-এর বড় ভাই সুবল হাজং (৬০) পাশের ঘর থেকে জেগে ওঠে ঘটনার কারণ খুঁজতে যান। ছোট ভাইয়ের বউকে রক্ষা করতে এসে তারপর একপর্যায়ে ঐ বাঙালি পুরুষের সাথে তাঁর ধস্তাধস্তি হয় এবং এক পর্যায়ে দুর্বত্তের আঘাতে সুবল হাজং মাটিতে পড়ে যান। পড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই সুবল হাজং শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন।

কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

করতে যাননি। তিনি বাবুছড়া নামক জনপদ থেকে যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদের পুর্নবাসনের দাবি এবং কমিশন সদস্যদের উপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানান।

উষাতন তালুকদার বাংলাদেশের নাগরিকদের স্বাধীন, ভয়মুক্ত ও হামলামুক্ত জীবনের দাবি জানান। এছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক কমিশন সদস্যদের উপর হামলাকারীদের যথাযথ বিচারের দাবি জানান।

শামছুল হুদা বলেন, আন্তর্জাতিক কমিশন সদস্যবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতে গেলে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় উগ্র সাম্প্রদায়িক একটি গোষ্ঠী তাদের উপর হামলা চালায়। এ হামলা এদেশের অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও শান্তিকামী মানুষদের উপর হামলা। কিন্তু ঘটনার এতদিন পরও প্রশাসন আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

এছাড়াও মানববন্ধনে আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস, আইইডি, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, জনউদ্যোগ, কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক, ব্লাস্ট, প্রান্তিক সংস্কৃতি, আরডিসি, আইপিডিএস বিভিন্ন সংগঠন সংহতি জানান।

জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক ইউএন মেকানিজম এর উপর এশিয়া অঞ্চলের মিটিং অনুষ্ঠিত

● কাপেং ডেস্ক >

গত ১২ থেকে ১৪ মার্চ ২০১৪ এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপলস প্যাক্ট (এআইপিপি)–এর আয়োজনে ফিলিপাইনের টারলেক সিটিতে আদিবাসী বিষয়ক ইউএন মেকানিজম এর উপর এশিয়ার প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভাটি আয়োজন করেন কেএএমপি ও এর সহযোগী সংগঠন সিএলএএ। প্রস্তুতিমূলক এই সভায় বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, ভিয়েতনাম, জাপান, তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ডসহ ১২টি দেশ থেকে যুব প্রতিনিধি, নারী প্রতিনিধি, বিভিন্ন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে রাজা দেবাশীষ রায়, মঙ্গল কুমার চাকমা, বিনোতা ময় ধামাই, হেলেনা তালাং এবং পল্লব চাকমা প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভায় প্রথম দিনে ইউএনপিএফআইআই, ইএমরিপ, বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ এর পর্যালোচনা, কার্যবিধি, বিভিন্ন ইস্যু ও সফলতা, ভবিষ্যতের এজেন্ডা কি হতে পারে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিনে টারলেক সিটির তারাকুনের আয়তা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা দেখার জন্য কমিউনিটি ভিজিট করে। তৃতীয় দিনে আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আদিবাসীদের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩তম অধিবেশনে বাংলাদেশ আদিবাসী প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণ

● কাপেং ডেস্ক >

গত ১২- ২৩ মে ২০১৪ থেকে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩ তম অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এ অধিবেশনে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের মতামত এই প্রক্রিয়াকে আরো সমৃদ্ধ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে লোকায়িত জ্ঞান এবং তার অনুশীলন প্রথাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে এইক্ষেত্রে তাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পর জাতিসংঘের মহাসচিব আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। বৈঠকে এশিয় আদিবাসীদের পক্ষ থেকে রাজা দেবাশীষ রায় ও বিনোতা ময় ধামাই উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে বিনোতা ময় ধামাই বাংলাদেশের আদিবাসীদের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের মহাসচিবকে হাদি/ রিসা উপহার দেন।

উল্লেখ্য যে, আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩ তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার পূর্বে ফোরামের সদস্য হিসেবে রাজা দেবাশীষ রায় ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম যৌথভাবে বাংলাদেশে আদিবাসী প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ৭ মে প্রস্তুতিমূলক একটি

>> জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী : পৃষ্ঠা ২৪

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী

(২৩ পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা সভা আয়োজন করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র মঙ্গল কুমার চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বিনোতা ময় ধামাই, কাপেং ফাউন্ডেশনের পল্লব চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য লবি ও এ্যাডভোকেসি করেন। লবি ও এ্যাডভোকেসির অংশ হিসাবে গত ২৮ এপ্রিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম হান্না ও ২৯ এপ্রিল ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর হেনরিক লারসেনের সাথে সাক্ষাত করেন।

এছাড়া গত ৮ মে ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ ভবনে ইউএনডিপি ও এর সহযোগী সংগঠনদের নিয়ে পরামর্শমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পরামর্শমূলক আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য হল জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৩তম অধিবেশন চলাকালীন এশিয়া বিষয়ক ও সুশাসন বিষয়ে বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য কিভাবে কার্যকর ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, ৯০ দশক থেকে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। কিন্তু প্রথমবারের মত জাতিসংঘের স্থায়ী অধিবেশনে যাবার আগে প্রস্তুতিমূলক গঠনমূলক আলোচনা সভা হয়েছে।

জাতিসংঘের ১৩ তম স্থায়ী অধিবেশনে ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায় ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা হলেন-১। মঙ্গল কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি; ২। উজানা লারমা তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি; ৩। বিনোতা ময় ধামাই, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম; ৪। পল্লব চাকমা, কাপেং ফাউন্ডেশন; ৫। বিপাশা চাকমা, কাপেং ফাউন্ডেশন; ৬। মি. কমল সেন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিবন্ধী সংঘ; ৭। মি. কৃষ্ণ রঞ্জন চাকমা, নিউইয়র্ক। সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় ও ড. প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমা, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর কথিত ভাইস চ্যান্সেলর।

এছাড়াও জাতিসংঘের ১৩তম স্থায়ী অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য লবি গ্রুপ হিসেবে যারা কাজ করেছেন তারা হলেন মিসেস এলসা স্টামাতোপুউলুন, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ও কো-চেয়ার, সিএইচটি কমিশন; হানা শামস, কো-অর্ডিনেটর, সিএইচটি কমিশন এবং টম এস্কাল্ডসন, জুম্মনেট প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

(২৯ পৃষ্ঠার পর)

পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসহ পাহাড়িদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি রাখা, এবং ভাইস চ্যান্সেলর ও রেজিষ্টারসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগ এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৮৫% আসন পাহাড়িদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা।

৩) প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পূর্বে- ক) পার্বত্যাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধিকসংখ্যক বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালুসহ পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা খাত উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা; খ) দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোতে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর কোটা সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণাসহ উচ্চ শিক্ষার জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা; গ) তিন পার্বত্য জেলা সদরে প্যারা-মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা এবং ঘ) তিন পার্বত্য জেলার সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় স্তরে প্রয়োজনীয়

>> পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না: পৃষ্ঠা ১৬

ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউএন-রেড এবং আদিবাসীদের অধিকার শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

● **কাপেং ডেস্ক >**

গত ১৬-১৮ জুন ২০১৪ তিনদিনব্যাপী রাজধানী ঢাকার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে ইউএনরেড এর উপর গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি (এনসিসি) এবং এশিয়া ইনডিজেনাস পিপলস প্যাক্ট (এআইপিপি) এর যৌথ আয়োজনে ও ইউএন-রেড কর্মসূচি এর অর্থায়নে 'ইউএনরেড এবং আদিবাসীদের অধিকার শীর্ষক আদিবাসী জনগণের জাতীয় পর্যায়ের মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠান মূলত রেড+ এবং ইউএনরেড বিষয়ে জনগনকে প্রস্তুতকরণ বিশেষ করে আদিবাসীদের ভাবনা-চিন্তা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে করণীয় নির্ধারণ করা। পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ৫০-৬০ জন তিনদিনব্যাপী এ গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি আলমগীর হোসেন, ইউএনরেড বিশেষজ্ঞ সেলিনা ইয়ং, ডেপুটি চীফ কনজারভেটর অফ ফরেষ্ট এবং ইউএন-রেড ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হারাধন বণিক প্রমুখ উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন।

সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় সাংসদ শ্রী ঊষাতন তালুকদার। এ দিনে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সালমা আক্তার জাহান, ইউএনডিপি'র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক ব্রেসফোর্ড, মং সার্কেল চীফ সাচিংপ্রু চৌধুরী প্রমুখ।

সঞ্জীব দ্রং তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন- আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি পৃথিবী ধ্বংসের জন্য আমরা আদিবাসীরা দায়ী না। মহেশ্বেতা দেবীর প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও উল্লেখ করেন- who destroy the forest; people or profit? পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের সকল আদিবাসীরা পাহাড়-বন-পরিবেশকে রক্ষা করছে, বাঙালিরা নয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য আদিবাসীরা দায়ী নয়। বন ছাড়া আদিবাসীদের জীবন কল্পনা করা যায় না।

আদিবাসীদের লিখিত প্রস্তাবনা এবং সম্পূরক বক্তব্যের আলোকে সরকারি প্রতিনিধি হারাধন বণিক বলেন- রেডপ্লাস প্রক্রিয়ার সকল কমিটিগুলোতে আদিবাসী প্রতিনিধি আলোচনা করে নেওয়া হবে। ট্র্যাডিশনাল মেকানিজম করা হবে। এফপিআইসি অনুসরণ করা হবে। স্থানীয় জনগন বিশেষ করে আদিবাসীদের নিয়ে রেডপ্লাস বাস্তবায়ন করা হবে। আদিবাসীদের মতামত নেওয়া হবে। রেডপ্লাস বাস্তবায়নে যা যা করণীয় যেমন- সচেতনতা তৈরি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি করা হবে।

ইউএনডিপি ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর নিক ব্রেসফোর্ড বলেন, ভিলেজ কমন ফরেস্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রাঙামাটির ঘিলেছড়ির একটি গ্রামে গিয়ে বুঝেছি। বাঁশ, গাছ, পানি, ইকোলজি-ইকোসিস্টেম প্রভৃতি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফরেষ্ট ফোরামে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় থাকা দরকার এবং এসব ফোরামে আদিবাসী প্রতিনিধির অংশগ্রহণ একটা মৌলিক অধিকারও বটে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, বন মন্ত্রণালয় ও আদিবাসী জনগণ একত্রিতভাবে কাজগুলো করে যেতে হবে। বন ও প্রকৃতি আমাদের

জীবন। রেডপ্লাস এমনভাবে করা হয়েছে যেখানে এসবের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে।

মং সার্কেল চীফ সাচিংপ্রু চৌধুরী বলেন, রেডপ্লাস এমনভাবে করতে হবে যাতে আদিবাসীদের অধিকার ক্ষুন্ন না হয়। বন হচ্ছে আদিবাসীদের জীবন; এজন্য এটা রক্ষা করা খুবই দরকার। রেডপ্লাস এ আদিবাসীদের অধিকার প্রতিফলিত হতে হবে।

ইউএনরেড বিশেষজ্ঞ সেলিনা ইয়ং বলেন, আমরা এখনো রেডপ্লাস বিষয়ে শিখছি। ধাপে ধাপে এটা সমৃদ্ধ করতে হবে। এরকম আলোচনা খুব কম হয়। কঠিন বিষয় আমরা শিখছি। রেডপ্লাস সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়। বাংলাদেশে প্রস্তুতি পর্ব চলছে। এটা চালু করার পূর্বে আলোচনা করা হচ্ছে, মতামত নেওয়া হচ্ছে। মোটামুটি একটা গতিশীল প্রক্রিয়ায় এটি চলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সালমা আক্তার জাহান বলেন, রেড বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জড়িত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জলবায়ু পরিবর্তন, স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করছে। আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হয় এমন ধরণের প্রকল্প আমাদেও হাতে নিতে হবে। আদিবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রকল্প নেওয়া উচিত। বন-পরিবেশ-আদিবাসী তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিবেশবান্ধব প্রকল্প আমাদের সবসময় চিন্তা করতে হবে। আলোচনা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আইন প্রণীত হওয়া দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত সকল বিষয়ে সংবেদনশীল রয়েছে।

রাঙ্গামাটি আসনের মাননীয় সাংসদ শ্রী ঊষাতন তালুকদার তাঁর প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। আদিবাসীরা বনের মানুষ; বন তাদের জীবন-জীবিকা। বনকে তারা রক্ষা করতে জানে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রেডপ্লাস কর্মসূচি।

তিনি আরও বলেন যে, উপনিবেশিক কায়দায় রেডপ্লাস বাস্তবায়ন করলে হবে না। বাংলাদেশে আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি নেই। সেজন্য রেডপ্লাস কীভাবে হবে তা দেখতে হবে। তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেন যে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুর দেখলেও ভয় পায়। বন আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইনসমূহে ত্রুটি রয়েছে যা আদিবাসীদের জীবন-জীবিকাকে হুমকিতে ঠেলে দেয়। তাই বন সৃজন বা রেডপ্লাস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো আগে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, এ তিন দিনের আলোচনা আমাদের কাজে লাগবে। সরকার, স্টেকহোল্ডার, আদিবাসী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবার সাথে আলোচনা যেন চলমান থাকে।

তিনি আরও বলেন যে, আমাদের পানি লাগবে; আমরা মোবাইল, পাথর, হীরক খেতে পারবো না। আমাদের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গি জানাজানি করতে হবে। আমরা যেহেতু সবাই দেশকে ভালোবাসি তাহলে কেন সবাই মিলেমিশে দেশকে গড়তে পারবো না। পরিশেষে, তিনি সবার নিরাপদ জীবন, সুন্দর ভবিষ্যত কামনা এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করেন।

দিনাজপুরে সাঁওতালদের ওপর

(৯ পৃষ্ঠার পর)

দিনাতিপাত করতে হয়েছে। ঘটনার শিকার সোম সরেনের স্ত্রী নিরতা টুডু বলেন তার স্বামী সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ায় তারা এখন খুব সমস্যার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ফলে দুটো বাচ্চা নিয়ে তিনবেলা খাওয়া তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমনকি মাঝে মাঝে দুবেলা খাবারও জুটে না। ফলে ঘটনার শিকার আদিবাসীদের অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও দেয়া যাচ্ছে না।

নাগরিক কমিটি চিকিৎসার জন্য কিছু নগদ অর্থ তাদের হাতে তুলে দেন। তাদের পরিবার নাগরিক কমিটির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঘটনার পর কেউ তাদের খোঁজ করেনি। এমনকি আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ঠিকমত চিকিৎসার খরচও বহন করতে পারছে না।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা কয়েকটি দাবিনামা জানান: ১) নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করা; ২) ঘটনার শিকার আহত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু চিকিৎসা প্রদান ও ক্ষতিপূরণ প্রদান; ৩) ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত প্রদান; ৪) যাদের ভূমি বেদখল হয়ে গেছে তাদেরকে সেই ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া এবং সমতলের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা; ৫) ভীত সন্ত্রস্ত সাঁওতাল শিশুরা যাতে নিরাপদে বিদ্যালয়ে যেতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উল্লেখ্য যে, গত ১১-১২ জুন ২০১৪ সরেজমিন পরিদর্শনে যাদের নিয়ে টিম গঠিত হয়েছে তারা হলেন- বাংলাদেশ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর নুর মোহাম্মদ তালুকদার; বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগি অধ্যাপক রাজীব মীর; মানবাধিকার কর্মী দীপায়ন খীসা; মানবাধিকার কর্মী খন্দকার রেজাউল করিম; দৈনিক কালের কন্ঠের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বিপ্লব রহমান; দৈনিক ভোরের কাগজের তানভির আহমেদ; একাত্তর টিভির সাংবাদিক অন্তরা বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সদস্য রিপন চন্দ্র বানাই প্রমুখ।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

● **কাপেং ডেস্ক >**

গত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ আসাদগেট সংলগ্ন ওয়াইডব্লিউসিএ'র মিলনায়তনে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের জাতীয় কমিটির কার্যবিবরণীর একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো। সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতি স্বাক্ষর পরিশিষ্ট (ক)-তে সংযোজিত।

আলোচ্য সূচি: ১। আদিবাসীদের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা; ২। সাংগঠনিক বিষয় পর্যালোচনা ও কর্মসূচি গ্রহণ; ৩। ফোরাম অফিস ও সেক্রেটারিয়েট ব্যবস্থাপনা; ৪। ফোরামের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও তহবিল সংগ্রহ; ৫। বিবিধ।

সভার শুরুতে আদিবাসী সংগ্রামী নেতা সিলেটের খাসি পুঞ্জির মন্ত্রী, কুবরাজের প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি অনিল ইয়াংয়ুন-এর প্রয়াণে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। ফাদার যোসেফ তাঁর ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করেন।

তারপর অনুষ্ঠিত হওয়া গত উপজেলা নির্বাচনে আদিবাসী ফোরামের যে সকল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সভায় তাদের অভিনন্দন জানানো হয়। এবার ফোরামের সদস্য মিস ওয়াইচিং প্রু মারমা বান্দরবান সদর উপজেলা থেকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নতজানু। সাম্রাজ্যবাদ উগ্রবাদ ও মৌলবাদকে উস্কে দেয়। তিনি রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, আদিবাসীদের আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দেওয়া এসব বিষয়গুলি তুলে ধরেন। তিনি বর্তমান যুব সমাজের অবস্থার প্রতি নজড় দিয়ে বলেন আদিবাসী ছাত্র ও যুব সমাজের স্বার্থপরতা ও উচ্চভিলাষ রয়েছে যা আমাদের সমাজকে শঙ্কিত করে। তাদেরকে আরো সাংগঠনিক কাজে তৎপর হতে হবে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মানুষের নিরাপত্তা নেই। কোন রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভালো চায় না। তারা আদিবাসীদের প্রতি আন্তরিকভাবে কোন উদ্যোগ নিতে পারেনি।

তারপর এলাকা ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ফোরামের সদস্যরা তাদের এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলো সভায় তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গ থেকে রবীন্দ্রনাথ সরেন, গনেশ সরেন, সিলেট থেকে ফ্লোরা বাবলি তালাং, স্বপন সাঁওতাল, এন্ড্রু সলোমার, বৃহত্তর ময়মনসিংহ থেকে মতিলাল হাজং, অজয় এ মৃ, ইউজিন নকরেক, কক্সবাজার থেকে মং থেন হ্লা, পীযুষ বর্মন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে চিংলা মং চাক, শক্তিপদ ত্রিপুরা স্ব স্ব এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সাংগঠনিক অবস্থার কথা জানান।

রবীন্দ্রনাথ সরেন তার বক্তব্যে বলেন আমাদের আদিবাসীরা এখন বিভিন্ন নামে সংগঠন খুলছে এবং আলাদাভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে। আমরা এখনো এক হতে পারছি না। আদিবাসী ফোরামকেই উদ্যোগ নিতে হবে সবাইকে এক করে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

ফ্লোরা বাবলী তালাং তাদের এলাকায় সামাজিক বনায়ন নিয়ে যেভাবে অপরিকল্পিত ভাবে কাজ চলছে সেখানে আদিবাসীরা কীভাবে এটাকে মোকাবেলা করবে আদিবাসী ফোরামের এ ব্যাপারে সচেতনমূলক কর্মসূচি প্রত্যাশা করেছেন।

মি. এন্ড্রু সলোমার সিলেটে আঞ্চলিক শাখাকে সক্রিয় করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। সেই সাথে তিনি তাঁর এলাকার ভারতের সীমান্তে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সময় তার উচ্ছিষ্ট ও বালি এসে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী আদিবাসীদের জমি কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা তুলে ধরেন।

ইউজিন নকরেক বলেন মধুপুরে ইকোপার্ক স্থগিত আছে কিন্তু বিভিন্নভাবে সরকার টাওয়ার ইত্যাদি বানিয়ে পার্কের আদলে কাজ এখনও চলছে। সেখানে জমি নিয়ে আদিবাসীদের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে; রাবার চাষের ফলে রাবার চুরি হলে আদিবাসীদেরই নতুন মামলায় জড়ানো হচ্ছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

মি. মতিলাল হাজং দুর্গাপুরের বিজয়পুরে সাদা মাটি উত্তোলনের ফলে যে হাজং ও গারো গ্রাম থেকে তারা কিভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে সেটা তুলে ধরেন।

শ্রী ঊষারঞ্জন কোন আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ভূমির দলিল না থাকার ফলে কিভাবে তারা হয়রানি ও উচ্ছেদের শিকার হচ্ছেন তা বলেন।

বড় বড় কোম্পানিগুলো কীভাবে গাজীপুরে আদিবাসীদের জায়গা জমি ক্রয় ও দখল করছেন পীযুষ বর্মন সেটি তুলে ধরেন।

মি. চিংলা মং চাক পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অবস্থা তুলে ধরেন। সেখানে নতুন বিজিবি ক্যাম্প গঠন, সন্ত্রাসী সংগঠনের তৎপরতা ও আদিবাসীদের নিরাপত্তাহীনতার কথা তুলে ধরেন।

মি. শক্তিপদ ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি গুণগতভাবে কোন পরিবর্তন হয়নি। আদিবাসীদের ভূমি অব্যাহতভাবে বেদখল চলছে, সেখানে বিভিন্ন প্রকল্প এখনো গ্রহণ করা হচ্ছে। সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা ব্যাখ্যা করেন।

পর্যবেক্ষক ফাদার যোসেফ গোমেজ বলেন, আদিবাসী ও চার্চের মধ্যে যে দূরত্ব আছে তা কমাতে হবে। এজন্য চার্চগুলোকে আদিবাসী সম্পর্কে জানার আগ্রহী হতে হবে। একইভাবে চার্চ ও ধর্মযাজককে আদিবাসী ও তাদের আন্দোলন সম্পর্কে বোঝানোর উদ্যোগ আদিবাসী নেতা ও সংগঠনগুলোকে নিতে হবে।

>> ফোরামের জাতীয় কমিটির সভার: পৃষ্ঠা ২৮

ফোরামের জাতীয় কমিটির সভার

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

পর্যবেক্ষক মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, অন্যান্য যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে আদিবাসীদের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। মানবতাবিরোধী কার্যক্রম আরো জোরেসোড়ে চলছে। তবে ভালো দিক হলো, আদিবাসী ফোরামের মাধ্যমে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠছে। একসাথে অনেক আন্দোলন ও সমাবেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আন্দোলন, সংগ্রামে আদিবাসী ফোরামের কর্ম তৎপরতা কিছুটা কমে এসেছে। সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আইন ইত্যাদি বিষয়ে আদিবাসী ফোরাম অনেক কাজ করতে পারে। আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও আদিবাসী কালচারাল ফোরামকে নিয়ে অনেক কাজ করা যেতে পারে। তিনি পরামর্শ দেন বিভিন্ন সময়ে আদিবাসীদের ওপর যে মানবাধিকার বিরোধী ঘটনা ঘটে চলে আদিবাসী ফোরাম যেন এ ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ ও বিবৃতি প্রদান করেন।

রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, আদিবাসী ফোরামের অফিস আরো উন্মুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করতে হবে। তিনি বলেন প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় আদিবাসী দিবস পালনের উদ্যোগ নিতে হবে।

সভার সিদ্ধান্তসমূহ : ১. জাতীয় কমিটির নিষ্ক্রিয় সদস্যদের জায়গায় নতুন নাম প্রস্তাবনা: আদিবাসী ফোরামের জাতীয় কমিটির কক্সবাজার-বরগুনা অঞ্চলের সদস্য ক্য থিং অং এর পরিবর্তে থুয়ায়ং রাখাইন এর নাম প্রস্তাব করে সে অঞ্চলের সদস্য মং থেন হ্লা; ২. উত্তরবঙ্গের সদস্যদের তালিকায় নতুন সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন রবীন্দ্রনাথ সরেন। প্রস্তাবিত নাম শ্রী হরিপ্রসাদ ভূমিজ। সে অঞ্চলের সদস্য জাকারিয়াস ডুমরির পরিবর্তে সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার এবং সারা মারান্ডির পরিবর্তে জোয়াকিম খালকোর নাম প্রস্তাব করেন সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ সরেন; ৩. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সদস্যদের উপস্থিতি ও কার্যকর ভূমিকা নেই কেন সে ব্যাপারে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেয়া হয় উত্তরবঙ্গের সদস্য বিমল চন্দ্র রাজোয়ারকে; ৪. সিলেট অঞ্চলের সদস্য মণিশংকর কর্মকার অনেক অসুস্থ বলে তার পরিবর্তে সেখান থেকে নতুন সদস্য নিতে নাম প্রস্তাব দেন স্বপন সাঁওতাল। তবে সিদ্ধান্ত হয়, নতুন সদস্য নেওয়ার আগে অবশ্যই মণিশংকর কর্মকারের সাথে কথা বলতে হবে; ৫. ২০১৪ সালের আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসটি আদিবাসী যুবদের সামনে রেখে তাদের বক্তব্য দানের সুযোগ দিয়ে অন্যরকমভাবে পালন করা যায় কী না তা প্রস্তাব রাখেন পল্লব চাকমা। তার প্রস্তাব অনুসারে জানানো হয় আদিবাসী দিবস যেহেতু কয়েকদিন ব্যাপী হয় তার মধ্যে কোন একদিন যুবদের নিয়ে এরকম অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে অনুষ্ঠান সাজানোর দায়িত্ব দেয়া হয়— ক) পল্লব চাকমা, খ) উজ্জ্বল আজিম, গ) বিনোতাময় ধামাই, ঘ) হিরন মিত্র চাকমা ও ৫) সোহেল হাজংকে; ৬. এখন থেকে কোন অঞ্চলে আদিবাসী সমস্যাকেন্দ্রিক কোন ঘটনা ঘটলে সে এলাকার কমপক্ষে একজন সদস্যকে ঘটনাটি তদারকির দায়িত্ব কেন্দ্র থেকে দেয়া হবে; ৭. ঢাকা আদিবাসী ফোরাম অফিসকে আরো সচল ও সক্রিয় করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক, কার্যকরী কমিটিসহ সকল সদস্যকে এ ব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে। এবং অফিসের সকল ব্যবস্থাপনা সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর থেকে হবে; ৮. ফোরামের অর্থ বছর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ব্যাপী হিসেবে ধরা হবে; ৯. আগামী জাতীয় কমিটির সভায় অডিট রিপোর্ট পেশ করতে হবে; ১০. প্রত্যেক সদস্যগণ তাদের ভর্তি ফি ও ১২ বছরের বকেয়া ফি পরিশোধ করবেন। তবে বকেয়া ১২ বছরের সদস্য ফি মাসে ১৬ (১) ধারা অনুযায়ী ১০ টাকা করে না ধরে বছরে ২০টাকা করে ধরে বকেয়া ফি আদায়ের প্রস্তাব ওঠে; ১১.তহবিল সংগ্রহে ফোরাম ও অর্থ সম্পাদককে আরো তৎপর হতে হবে। আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিয়মিত করতে হবে; ১২. গঠনতন্ত্রের ১৬(৩) ধারা অনুযায়ী, ফোরামের প্রত্যেক সদস্য এককালীন চাঁদা প্রদান করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি বসে এককালীন সদস্য চাঁদা কত হবে তা ধার্য করবেন; ১৩. ফোরামের সাংগঠনিক সফরের ব্যবস্থা করতে হবে; ১৪. ফোরামের কেন্দ্রিয় কমিটি থেকে কর্মসূচি ঘোষণা করতে হবে; ১৫. ফোরামের সকল কাজ আদিবাসী ফোরাম অফিসে হতে হবে। কার্যক্রমে সেক্রেটারিয়েটসহ সকল সদস্যকে আরো সক্রিয় ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরিশেষে বিশেষ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রভাবশালী ভূমিদস্যু কর্তৃক আদিবাসীদের ভূমি দখল

গত ৬ মাসে ৭৪ আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ; ১১টি পরিবারের উপর আক্রমণ এবং ৪২ জন হতাহতের শিকার

● **বিশেষ প্রতিবেদন >**

এ বছর জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে পাহাড় ও সমতলে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ ভূমি দখলদারেরা আদিবাসীদের প্রায় ২৪২.০৩ একর জমি দখল করেছে এবং কিছু জমি দখলের আশঙ্কা রয়েছে। এতে ৯৫টি পরিবার বাস্তুচ্যুত এবং ৭৯টি পরিবার সহ ৪০০টি পরিবার উচ্ছেদের আতঙ্কে রয়েছে। সমতলে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় ১১টি পরিবার নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নির্যাতনের সময় ৪২ জন হতাহতের শিকার হয়েছে।

উল্লেখ্য, কৃষিজমি ও ভিটেমাটি থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার অন্যতম কারণ হল ভূমিদস্যুতা। সরকারি পদক্ষেপহীনতার কারণে স্থানীয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় আদিবাসীরা সবসময় বাঙালি সেটেলার ও প্রভাবশালী ভূমি দখলদার কর্তৃক বাস্তুচ্যুতের শিকার হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানি, সিন্ডিকেট, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের কারণে পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হচ্ছে।

এমনকি সরকার নিজেই আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারসহ আন্তর্জাতিক আইনসমূহ উপেক্ষা করেন। এতে শুধু আদিবাসীদের ভূমির উপর প্রথাগত অধিকারই খর্ব হচ্ছে না বরং এধরনের উপেক্ষা আদিবাসীদের সাথে বাঙালি সেটেলারদের সহিংসতাকে বাড়িয়ে দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন স্থগিত রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিরাজিত সমস্যার সমাধান করার দাবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম (পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখা) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির স্মারকলিপি প্রদান

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৩০ জুন ২০১৪ সোমবার বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন স্থগিত করার দাবিতে প্রায় ১০,০০০ স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান প্রাগ্রসর বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং জাতীয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানচর্চা, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ, পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম জেলা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা সদরের ঝগড়াবিল মৌজায় সরকার কর্তৃক 'রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া রাঙ্গামাটিতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনেরও কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে এমবিবিএস কোর্সে ১ম বর্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেছে বলে জানা গেছে।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, উচ্চ শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর উন্নতি হতে পারে না এবং উচ্চ শিক্ষা তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক জ্ঞানচর্চার কোন বিকল্প নেই। তাই স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরাও বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজের বিপক্ষে নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ পার্বত্যবাসীর মতামত নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, ছাত্রছাত্রী ভর্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ব্যতীত, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত রেখে যান্ত্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদ দিয়ে বছরের পর বছর ধরে এসব পরিষদগুলো অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ এখনো নিষ্পত্তি হয়নি এবং ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর নিয়মিত সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়ে চলেছে। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের এখনো তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন করা হয়নি। অস্থানীয়দের নিকট দেয়া ভূমি লীজ এখনো বাতিল করা হয়নি এবং লীজ বাতিল না হওয়ায় পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীরা নানা হয়রানি ও উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কাজ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অগ্রগতি লাভ করেনি। এমনিতর এক জটিল ও নাজুক পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে আরেকটি নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক-জনমিতি সংকট তৈরি হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রসারের নামে জনমতের বিপরীতে তথা পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে দেশে বিদ্যমান অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজের ন্যায় আইন ও নীতিমালা অনুসারে স্থাপিত ও পরিচালিত হলে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিকেল কলেজ পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রসারের পরিবর্তে নতুন সংকট তৈরি করবে বলে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি মনে করে। এমতাবস্থায় আদিবাসী ফোরাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি দাবি জানাচ্ছে যে-

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম স্থগিত রাখা এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পাহাড়ি নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করা।

২) বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাতন্ত্র্য বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া এবং রিজেন্ট বোর্ডসহ পরিচালনা সংস্থাগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক

>> পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না: পৃষ্ঠা ২৪

পার্বত্য চট্টগ্রামে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন

● কাপেং ডেস্ক >

গত ৫ জুলাই ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রামে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার প্রতিবাদে ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের সামনে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তারা কমিশনের উপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। গণঐক্যের আহ্বায়ক পঙ্কজ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা রাশেদ রাইনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, উষাতন তালুকদার এমপি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামছুল হুদা, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিনিধি দীলিপ পাল ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক রাজীব মীর প্রমুখ।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, আন্তর্জাতিক কমিশন সদস্যদের উপর হামলা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এর আগেও দেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে সফরকালীন অবস্থায় বেশ কয়েকবার আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন গণতন্ত্র নেই উল্লেখ করে বলেন সেনাবাহিনী বেষ্টিত এ অঞ্চলে কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর তিন তিনবার হামলা হয়, সেখানে কিভাবে সমঅধিকার নামক সংগঠন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয় তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তিনি আদিবাসী আন্দোলনে সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন গণপ্রতিরোধ, গণআন্দোলন ছাড়া আমাদের আর কোন অস্ত্র নেই।

সঞ্জীব দ্রং বলেন, বাংলাদেশকে তিনি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক একটি দেশ হিসেবে ভাবতে পছন্দ করেন। কিন্তু বিশিষ্ট নাগরিক সুলতানা কামাল, খুশী কবীর, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামানদের উপর হামলার ঘটনাকে নিন্দা জানিয়ে সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখেন, আমরা কি এমন রাষ্ট্র চাই? তিনি দুস্কৃতকারীদের যথাযথ শাস্তির দাবি জানিয়ে উল্লেখ করেন সরকার যদি মনে করে রাষ্ট্র সবার জন্য, আদিবাসীদের জন্য তাহলে সরকার ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

কমিশনের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি তৎপর হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক কমিশনের উপর আক্রমণ মানে দেশের আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের উপর আক্রমণের সামিল। হামলাকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও স্থানীয় প্রশাসন তাদেরকে গ্রেপ্তার না করে বরং নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে। তিনি সরকারকে পার্বত্য চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, সিএইচটি কমিশন অতি সম্প্রতি বাবুছড়া বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে যারা নিজ নিজ ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তাদের সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। তারা সেখানে কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

>> আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদের উপর হামলার: পৃষ্ঠা ২২

ফিলিপাইনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ

● কাপেং ডেস্ক >

গত ১৮ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০১৪ ফিলিপাইনের সাগাদায় মানবাধিকার, ডকুমেন্টশন ও এ্যাডভোকেসি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা এবং গ্রিভেন্স মেকানিজম এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ৮ দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের সাইড ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার, ডকুমেন্ট শন ও এ্যাডভোকেসি এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুরক্ষা এবং গ্রিভেন্স মেকানিজম এর উপর প্রশিক্ষণ ১৮ থেকে ২০ এপ্রিল সাগাদায় অনুষ্ঠিত হয়। ৮ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ থেকে বাবলু চাকমা, চন্দ্রা ত্রিপুরা ও হীরামন তালাং অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য:

ক) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুরক্ষার সাথে আদিবাসীদের জড়িত হওয়া বা এই প্রজেক্টের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটিকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, ডকুমেন্টশন, মনিটরিং এবং এ্যাডভোকেসির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া।

খ) আইএফআই দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী সম্প্রদায় ডকুমেন্ট, মনিটর এবং কার্যকর এ্যাডভোকেট করতে সক্ষম এবং সংশ্লিষ্ট সুশীল সমাজ, সরকারের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে লবি করতে সক্ষম।

শিল্প, জ্বালানী ও মানবাধিকার এর উপর এশিয় আদিবাসীদের আঞ্চলিক কর্মশালা গত ১৮-২০ এপ্রিল ২০১৪ ফিলিপাইনের সাগাদায় এআইপিপি ও টিএফআইপি এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ থেকে বাবলু চাকমা ফুলবাড়ি কয়লাখনির উপর একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য:

দেশভিত্তিক প্রতিবেদন পেশ ও তথ্য বিনিময় করা, শিল্প, শক্তি ও জ্বালানীর উপর এশিয় আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা আপডেটকরণ, শিল্প ও জ্বালানীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এশিয় আদিবাসীদের জন্য সংহতি জ্ঞাপন করা, আদিবাসীদের জন্য সংহতি গড়ে তোলা ও তাদের অধিকার রক্ষার জন্য প্রচারণা করা এবং সম্মিলিতভাবে যৌথ কর্মসূচি গড়ে তোলা।

এছাড়া গত ২৪-২৫ এপ্রিল কোরডিলেরা পিপলস এ্যালায়েন্স এর উদ্যোগে কোরডিলেরা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০ এপ্রিল কোরডিলেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কোরডিলেরা উৎসবের মূল বিষয়বস্তু হল : 'সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে আমাদের জমি রক্ষা কর ! জমির উপর আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা কর'।

'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এর উপর তৃণমূল পর্যায়ের আদিবাসীদের সংহতি প্রকাশ' কোরডিলেরা উৎসবের অংশ হিসেবে গত ২৫ এপ্রিল সব আন্তজাতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ফিলিপাইনের গুইনাং এ কোরডিলেরা পিপলস এ্যালায়েন্স এর উদ্যোগে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি বাবলু চাকমা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের উপর একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।

শিক্ষণীয় বিষয়:

ঐক্যতা, সাম্যতা, আন্তর্জাতিক সংহতি, সংস্কৃতি, সংগ্রাম, অধিকার সর্ম্পকে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল শিক্ষণীয় বিষয়।

দিনাজপুরে সাঁওতালদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন

● কাপেং ডেস্ক >

গত ১৭ জুন ২০১৪ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে সাঁওতাল আদিবাসীদের উপর আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও আক্রমণের প্রতিবাদ এবং ঘটনার শিকার আদিবাসীদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে নাগরিক সমাজ একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রাজীব মীর। সংবাদ সম্মেলনটি পরিচালনা করেন দীপায়ন খীসা।

সংবাদ সম্মেলনে কলামিস্ট ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন- ঘটনার আগে ও পরে স্থানীয় প্রশাসন তাদের সঠিক ভূমিকা পালন করেনি। তিনি উল্লেখ করেন জনগনের টাকায় চালিত এই প্রশাসন কেমন করে নীরব ভূমিকা পালন করে এবং কতটুকু জনগণকে সেবা করে সেটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বিদ্যমান আইনের মধ্যে থেকে দুস্কৃতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

পঙ্কজ ভট্টাচার্য সরকার আদিবাসীদের পক্ষে নয় উল্লেখ করে দুষ্কৃতকারীরা উপযুক্ত শাস্তি পাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি দুস্কৃতকারীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জানান।

বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তালুকদার উল্লেখ করেন, স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে দুষ্কৃতকারীরা এখনো মুক্ত অবস্থায় আছে। তিনি অতি শীঘ্রই এই ধরণের মানবাধিকার লংঘন ঘটনার অবসান চান। তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত গঠনের দাবি জানান এবং বিচারে বিলম্ব না করে অতি শ্রীঘ্রই দুষ্কৃতকারীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসার খরচ বহনের দাবি জানান।

এছাড়া মানবাধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট নিলুফার বানু, মানবাধিকারকর্মী খন্দকার রেজাউল করিম, দৈনিক কালের কন্ঠের জেষ্ঠ সাংবাদিক বিপ্লব রহমান, দৈনিক ভোরের কাগজের সাংবাদিক তানভীর আহমেদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের রিপন চন্দ্র বানাই সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে সরেজমিন পরিদর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়। নাগরিক কমিটি তার বিবরণে উল্লেখ কওে যে, গত ৯ মে ২০১৪ মোট ১১ জন সাঁওতাল আদিবাসী শ্রমিক যাদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৭ জন আদিবাসী নারী শহীদুল ইসলামের জমিতে বোরো ধান কাটার সময় তার সামনেই মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের ছেলেরা আদিবাসী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা আদিবাসী শ্রমিকদের মারতে মারতে জোড়পূর্বক কাজিপাড়া বাজারে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে বটগাছের সাথে বেঁধে সংজ্ঞাহীন না হওয়া পর্যন্ত রড আয়রন দিয়ে মারতে থাকে। স্থানীয় এলাকায় জানাজানি হলে তারা এসে আদিবাসী শ্রমিকদের এসে উদ্ধার করে এবং তাদেরকে ফুলবাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা

>> দিনাজপুরে সাঁওতালদের ওপর : পৃষ্ঠা ৯

কাপেং বুলেটিন
জানুয়ারি - জুলাই ২০১৪। সংখ্যা ০৪। ৩য় বর্ষ

কাপেং ফাউন্ডেশন, সালমা গার্ডেন, বাড়ি # ২৩/২৫, সড়ক # ৪, শেখেরটেক, পিসি কালচার হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭,ফোন : (৮৮০ ২) ৮১৯০৮০১, ই-মেইল: kapaeeng.foundation@gmail.com ওয়েবসাইট : www.kapaeeng.org, কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

সহযোগিতায় : Project funded by European Union OXFAM

মূল্য : ২০ টাকা